২০০৯-২০১৩ মেয়াদে

খাদ্য বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

খাদ্য মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

www.mofood.gov.bd

২০০৯-২০১৩ মেয়াদে খাদ্য বিভাগ/মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত উলেৱখযোগ্য কার্যাবলির প্রতিবেদন

সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

ডিজাইন, কম্পোজ ও সার্বিক সহযোগিতায়
আইসিটি সেল
খাদ্য মন্ত্রণালয়।

সূচিপত্র

ক্রঃ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.০	**ভূমিকা**	১
২.০	**সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি**	২
	২.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি	২
	২.১.১ সাংগঠনিক কাঠামো	২
	২.১.২ কার্যাবলি	৩
	২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি	৪
	২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো	৪
	২.২.২ কার্যাবলি	৫
৩.০	**মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন**	৬
	৩.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬
	৩.২ খাদ্য অধিদপ্তর	৬
	৩.৩ প্রশিৰণ	৭
	৩.৩.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়	৭
	৩.৩.২ খাদ্য অধিদপ্তর	৭
৪.০	**খাদ্যশস্য সংগ্রহ**	৮
	৪.১ খাদ্য উৎপাদন ও বাজার মূল্য	৮
	৪.২ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ	৮
	৪.২.১ বোরো সংগ্রহ	৮
	৪.২.২ আমন সংগ্রহ	১০
	৪.২.৩ গম সংগ্রহ	১১
	৪.২.৪ চটের বস্তা সংগ্রহ	১২
	৪.৩ বৈদেশিক সংগ্রহ	১২
৫.০	**খাদশস্য বিতরণ**	১৪
	৫.১ সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ ব্যবস্থা (পিএফডিএস)	১৪
	৫.১.১ ওএমএস চাল	১৪
	৫.১.২ সুলভ মূল্য কার্ড (Fair Price Card)	১৪
	৫.১.৩ ওএমএস আটা	১৫
	৫.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্য বিতরণ	১৫
৬.০	**খাদ্যশস্য চলাচল**	১৮
৭.০	**উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা**	২১
	৭.১.১ দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লৰ মেঃ টন ধারণ ৰমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	২১
	৭.১.২ সারাদেশে ১.৩৫ লৰ মেঃ টন ধারণ ৰমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	২১
	৭.১.৩ হালিশহর সিএসডি ক্যাম্পাসে ০.৮৪ লৰ মেঃ টন ধারণ ৰমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	২২
	৭.১.৪ মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মেঃ টন ধারণ ৰমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	২২

		৭.১.৫	সাপ্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫০০০ মেঃ টন ধারণ ৰমতার খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	২২
		৭.১.৬	ঢাকা শহরের পোস্তগোলায় আধুনিক ময়দা মিল নির্মাণ প্রকল্প	২২
		৭.১.৭	সারাদেশে ১.০৫ লৰ মেঃ টন ধারণ ৰমতার নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প	২২
		৭.১.৮	Modern Food Storage Facilities Project	২৩
	৭.২		খাদ্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় মেরামত ও রৰণাবেৰণ কাজ	২৩
		৭.২.১	মেরামত ও রৰণাবেৰণ কাজ	২৩
	৭.৩		বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাংশ, কীটনাশক ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়	২৪
		৭.৩.১	কীটনাশক ক্রয়	২৪
		৭.৩.২	ডানেজ ক্রয়	২৪
		৭.৩.৩	যন্ত্রাংশ ক্রয়	২৪
		৭.৩.৪	সোলার প্যানেল স্থাপন	২৫
৮.০	**বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীৰা কার্যক্রম**			২৬
	৮.১		বাজেট ব্যবস্থাপনা	২৬
	৮.২		নিরীৰা	৩০
	৮.৩		অভ্যন্তরীণ নিরীৰা	৩০
		৮.৩.১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩০
		৮.৩.২	খাদ্য অধিদপ্তর	৩০
	৮.৪		বাণিজ্যিক নিরীৰা	৩১
		৮.৪.১	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩১
		৮.৪.২	খাদ্য অধিদপ্তর	৩১
		৮.৪.৩	অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ও অডিট ব্যবস্থাপনা	৩২
	৮.৫		সরকারি হিসাব কমিটি (পিএসি)'র কার্যক্রম	৩৩
৯.০	**খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কার্যক্রম**			৩৫
	৯.১		প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম	৩৫
	৯.২		সুসংহত নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৩৬
		৯.২.১	রিপোর্ট	৩৬
		৯.২.২	তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর	৩৬
	৯.৩		ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লৰ্যে বাস্তবায়ন সহায়ক কার্যক্রম	৩৬
	৯.৪		মানব সম্পদ উন্নয়ন	৩৬
	৯.৫		গবেষণা কার্যক্রম	৩৬
১০.০	**প্রকাশনা**			৩৭
	১০.১		খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট	৩৭
	১০.২		খাদ্য অধিদপ্তর	৩৭
	১০.৩		খাদ্য ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল	৩৮
	১০.৪		সমন্বয় ও সংসদ	৩৮
		১০.৪.১	সমন্বয়	৩৮
		১০.৪.২	জাতীয় সংসদ	৩৮

		১০.৪.৩	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৩৯
		১০.৪.৫	অন্যান্য	৩৯
	১০.৫	নতুন আইন ও নীতি প্রণয়ন		৪০
		১০.৫.১	বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩	৪০
		১০.৫.২	চলাচল ম্যানুয়াল	৪০
	১০.৬	আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খাদ্য মন্ত্রণালয়		৪০
		১০.৬.১	৩৮তম এফএও কনফারেন্স যোগদান এবং পুরস্কার গ্রহণ	৪০
১১.০	**উপসংহার**			৪১

সারণীর তালিকা

সারণী নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	জনবল নিয়োগ	৭
২	৫ বছরের বোরো সংগ্রহ	১০
৩	৫ বছরের আমন সংগ্রহ	১১
৪	৫ বছরের গম সংগ্রহ	১১
৫	চটের বস্তা সংগ্রহ	১২
৬	৫ বছরের বৈদেশিক সংগ্রহ	১৩
৭	পিএফডিএস খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ	১৫
৮	৫ বছরের বাজার মূল্যের স্থিতিশীলতা	১৬
৯	বছর ভিত্তিক/পণ্য ভিত্তিক/মাধ্যমি ভিত্তিক খাদশস্য স্থানান্তর	১৮
১০	চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে বছর ভিত্তিক খাদ্যশস্য খালাস	১৯
১১	কীটনাশক ক্রয়	২৪
১২	খাদ্য বাজেটের লৰ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন	২৭
১৩	প্রাপ্তি বাজেট	২৮
১৪	অর্থবছর ভিত্তিক মূল বাজেট, সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব	২৯
১৫	২০০৯-১৩ সালের অভ্যন্তরীণ নিরীৰা কার্যক্রমের অর্থবছর ভিত্তিক সার-সংৰেপ	৩১
১৬	২০০৮-১৩ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীৰা কার্যক্রম	৩২
১৭	২০০৯-১৩ সালের অডিট সভা, আলোচিত ও সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি সংখ্যা	৩৩
১৮	সংকলনভূক্ত অডিট আপত্তি	৩৪

লেখচিত্রের তালিকা

লেখচিত্র নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	পিএফডিএস খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ	১৬
২	৫ বছরের বাজার মূল্যের স্থিতিশীলতা	১৭
৩	বছর ভিত্তিক খাদ্যশস্য পরিবহন/চলাচল	১৯
৪	চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে বছর ভিত্তিক খাদশস্য খালাস	২০

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

BCIP	**Bangladesh Country Investment Plan**
BJMC	**Bangladesh Jute Mills Corporation**
BPATC	**Bangladesh Public Administration Training Center**
CPTU	**Central Procurement Technical Unit**
CRTC	**Central Road Transport Contractor**
CSD	**Central Storage Depot**
DBCC	**Divisional Boat Carrying Contractor**
DRTC	**Divisional Road Transport Contractor**
EOI	**Expression of Interest**
EP	**Essential Priorities**
FAO	**Food & Agriculture Organization**
FIMA	**Financial Management Academy**
FPC	**Fair Price Card**
FPMC	**Food Planning & Monitoring Committee**
FPMU	**Food Planning & Monitoring Unit**
IBCC	**Internal Boat Carrying Contractors**
IRTC	**Internal Road Transport Carrier**
IDTS	**Inspection, Development & Technical Services**
KWH	**Kilo Watt per Hour**
KPI	**Key Performance Indication**
LEI	**Large Employee Industries**
LSD	**Local Supply Depot**
MBF	**Ministry Budgetary Framework**
MIS&M	**Management Information System & Monitoring**
MoU	**Memorandum of Understanding**
MTBF	**Mid-Term Budgetary Framework**
NFPCSP	**National Food Policy Capacity Strengthening Program**
NFPPoA	**National Food Policy Plan of Action**
OMS	**Open Market Sale**
OP	**Other Priorities**
PFDS	**Public Food Distribution System**
PAC	**Public Accounts Committee**
PMC	**Private Major Carrier**
RPATC	**Regional Public Administration Training Centre**
SSNP	**Social Safety Net Program**
VGD	**Vulnerable Group Development**
VGF	**Vulnerable Group Feeding**
VOCA	**Volunteers in Overseas Co-operative Assistance**
WFP	**World Food Program**

মুখবন্ধ

সরকারি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে অর্থবছরের কার্যাবলির উপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে যাছে। গত ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সকল অনুবিভাগ, এফপিএমইউ, অধিশাখা, শাখাসমূহ এবং খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পদিত কার্যক্রমের তথ্যাদি এবং বিগত ৫ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনসমূহের উপর ভিত্তি করে এ পাঁচসালা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লৰ্যে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি খাদ্য মজুদ সৰমতা বৃদ্ধির জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান অবকাঠামোর পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি মানসম্পন্ন সাইলো/গুদাম নির্মাণ প্রকল্প চলমান আছে।

এ প্রতিবেদনে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সম্পাদিত কার্যক্রম বিশেষতঃ জনবল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, খাদ্যশস্য সংগ্রহ, মজুদ, সংরৰণ, বিলি-বিতরণ, বাজেট ও অডিট ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, মনিটরিং, প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়কে গুরৰত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। বিগত ৫ বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ৰেত্রে এটি একটি দলিল এবং তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মুশফেকা ইকফাৎ
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ১৯৪৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় সৃষ্ট ভয়াবহ দুর্ভিৰ মোকাবেলার লৰ্যে খাদ্য ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য ব্রিটিশ ভারতে বেঙ্গল সিভিল সাপৰ্লাই ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ডিপার্টমেন্ট প্রধান প্রধান শহরে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতঃ দ্রৰত উক্ত রেশনিং ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করে। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর ১৯৫৫ সালে সিভিল সাপৰ্লাই ডিপার্টমেন্ট বিলুপ্ত করা হলে এর বিরূপ প্রভাব পরিলৰিত হয়। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ১৯৫৬ সালে কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে সিভিল সাপৰ্লাইজ অবয়বে খাদ্য বিভাগ চালু করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে এ বিভাগ খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিঃ তারিখের ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২. ২০১২.৯৬ নং স্মারকে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে (১) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় নামে ২টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রবতিবদ্ধ। সরকারের পৰে খাদ্য মন্ত্রণালয় সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থাপনা তথা Public Food Distribution System (PFDS) এর সকল খাতে খাদ্যশস্য সরবরাহ নিশ্চিত করা, স্বল্প ও নিম্ন আয়ের জনসাধারণের খাদ্য প্রাপ্তি এবং বাজারে খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা ও খাদ্য মূল্য স্থিতিশীল রাখার লৰ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যাপক কার্যক্রমের সুফল হিসেবে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অধিক পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহের পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী সুপরিকল্পিতভাবে আন্তর্জাতিক উৎস হতে খাদ্য আমদানির মাধ্যমে সরকার খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অধিকতর সুসংহত করেছে।

এছাড়া, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে দেশে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং এ কার্যক্রম সমন্বয়ে দৰ ও কার্যকর কর্তৃপৰ প্রতিষ্ঠার লৰ্যে "বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩" প্রণীত হয়েছে যা জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য আইন বাস্তবায়িত হলে দেশের আপামর জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

২.০ সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

২.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

২.১.১ সাংগঠনিক কাঠামো

সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্হা নিশ্চিত করার ব্রত নিয়ে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের গুরৰত্ব বিবেচনা করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সর্বশেষ ১৩.০৯.২০১২ তারিখের ০৪.০২৩.০২২.০২.০১.২০১২-৯৬ নং পত্রের মাধ্যমে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে (ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং (খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ নামে দু'টি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হলেও বিলুপ্ত খাদ্য বিভাগের জন্য প্রযোজ্য জনবল খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কাঠামোতে অপরিবর্তিত রাখা হয়। (১) প্রশাসন ও উন্নয়ন (২) সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং (৩) বাজেট ও অডিট এবং (৪) খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট নামে ৪টি অনুবিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগ ১ জন অতিরিক্ত সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ দুটি যুগ্ম-সচিব এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট একজন যুগ্ম-সচিব বা সমমর্যাদার কর্মকর্তার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগঃ প্রশাসন ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে অভ্যন্তরীণ প্রশাসন, সংস্থা প্রশাসন, সেবা, সমন্বয় ও সংসদ, তদন্ত এবং পরিকল্পনা অধিশাখা পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগ মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত দপ্তরের জনবল ব্যবস্থাপনা, প্রশিৰণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, শৃংখলা, পেনশন ও সমন্বয় বিষয়াদিসহ উন্নয়ন কার্যক্রমের নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগঃ সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগের অধীনে সরবরাহ-১, সরবরাহ-২, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ ও বৈদেশিক সংগ্রহ অধিশাখাসমূহ পরিচালিত হয়। এ অনুবিভাগ খাদ্যশস্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সংগ্রহ, চলাচল, মজুদ, সরবরাহ ও সংরৰণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

বাজেট ও অডিট অনুবিভাগঃ বাজেট ও অডিট অনুবিভাগের অধীনে বাজেট ও হিসাব এবং ৩টি অডিট অধিশাখার কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক অডিট নিস্পত্তির লৰ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ)ঃ এ ইউনিটে যুগ্ম-সচিব বা সম পদমর্যাদার ১ জন মহাপরিচালকের অধীনে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা এবং দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পরিবীৰণসহ সরকারের খাদ্যনীতি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কারিগরি সহায়তা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

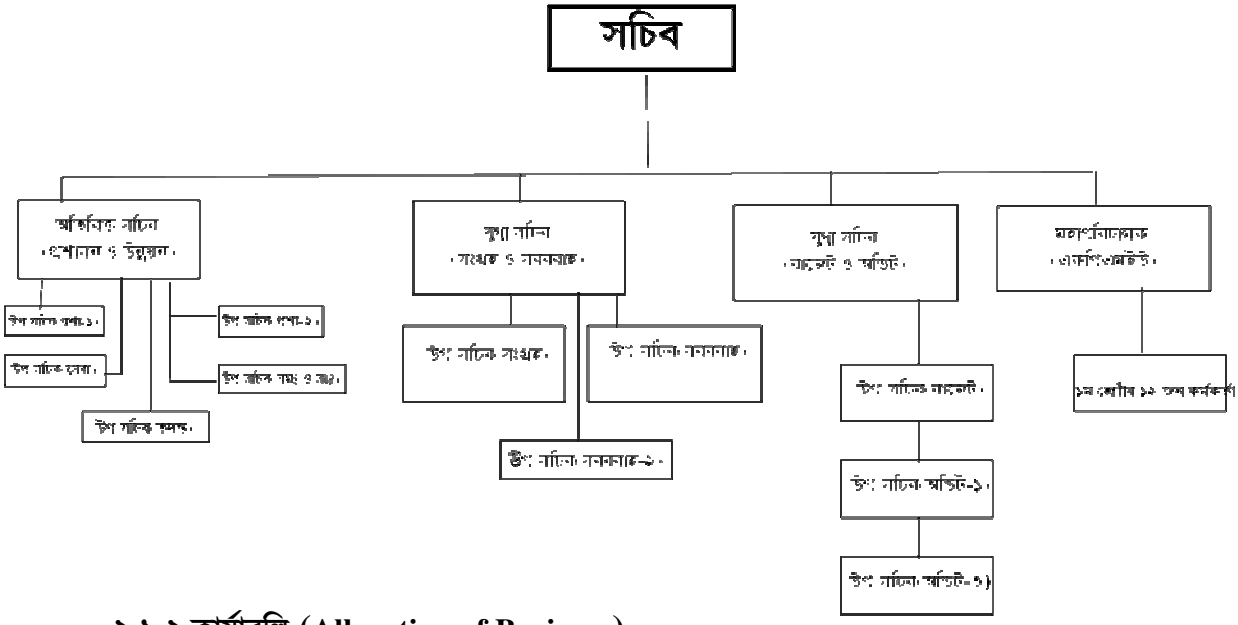

২.১.২ কার্যাবলি (Allocation of Business)

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উলেৰখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপঃ

- দেশের সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালনা
- জাতীয় খাদ্য নীতি-কৌশলের বাস্তবায়ন
- নির্ভরযোগ্য জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
- খাদ্যশস্যের আমদানি-রপ্তানি ও বেসামরিক সরবরাহ
- খাদ্য খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
- দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ
- খাদ্যশস্য (চাল ও গম) সংগ্রহ ও বিতরণ
- রেশনিং ব্যবস্থাপনা
- খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্যের পরিদর্শন ও বিশেৰষণ এবং আমদানি, রপ্তানি ও স্থানীয় পণ্যের গুণগতমান সংরক্ষণ
- খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ ও মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন
- খাদ্যশস্যের চলাচল ও সংরক্ষণ
- মজুদ রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যাপ্ত খাদ্যশস্য মজুদ সংরক্ষণ
- খাদ্য বাজেট, হিসাব ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয়াদি
- খাদ্য পরিকল্পনা, গবেষণা ও পরিধারণ
- নিরাপদ খাদ্য আইন-২০১৩ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।

২.২ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলি

২.২.১ সাংগঠনিক কাঠামো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে অবিভক্ত বাংলায় উদ্ভূত ভয়াবহ দুর্ভিৰ (Great Famine) মোকাবেলায় বেঙ্গল সিভিল সাপৰাই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হলে খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (Food & Civil Supply Dept.) বিভাগ নামে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা শুরৰ করে। ১৯৫৭ সালে খাদ্য বিভাগের স্থায়ী কাঠামো প্রদান করা হলেও, সংগ্রহ, সরবরাহ, বন্টন ও রেশনিং, চলাচল ও সংরৰণ, পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পরিদপ্তর পৃথকভাবে কার্য সম্পাদন অব্যাহত রাখে। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রমের ফলে সকল পরিদপ্তর একীভূত হয়ে বর্তমান সময়ের পুনর্গঠিত খাদ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Food) প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং নিম্নরূপ সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্ত হয়। নব্বই দশকের শেষভাগে 'প্রশিৰণ' নামে নতুন একটি বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তরে সংযোজিত হয়।

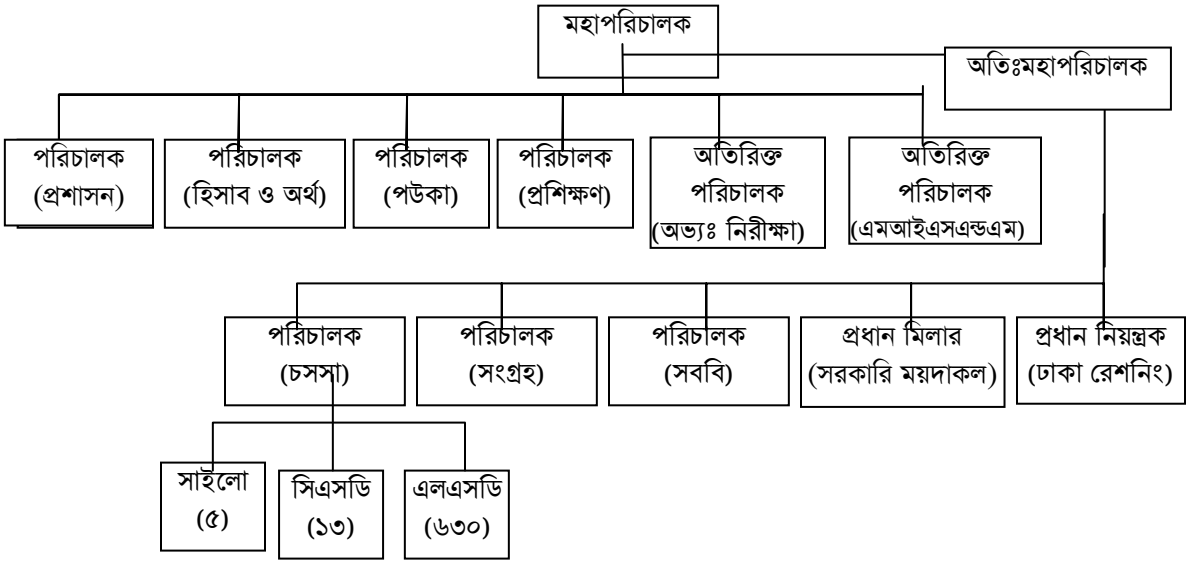

এছাড়া মাঠ পর্যায়ের খাদ্য অধিদপ্তরের নিম্নরূপ কর্মকর্তা-কর্মচারির পদমঞ্জুরী আছে।

আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক	-৭
সাইলো অধীৰক	- ৫
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/সমমান	- ৬৬
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক /	
নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণী	- ৪৭৪
২য় শ্রেণী	-১,৭৬৪
৩য় শ্রেণী	-৪,৭৩৬
৪র্থ শ্রেণী	-৬.২৯৬
সর্বমোট জনবল	-১৩,৬৭২টি

মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন। একজন অতিরিক্ত মহাপরিচালক অপারেশনাল কর্মকান্ডে মহাপরিচালককে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেন। মহাপরিচালকের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য অধিদপ্তরের ৭টি বিভাগে ৭ জন পরিচালক নিয়োজিত আছেন। খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ পরিচালকবৃন্দের অধীনে অর্পিত নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

মাঠ পর্যায়ে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য দেশের প্রশাসনিক বিভাগের সাথে সঙ্গতি রেখে সারা দেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। অঞ্চল তথা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের অধীনে জেলাসমূহের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ। প্রতি উপজেলায় ১ জন করে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিয়োজিত আছেন। সারা দেশের কৌশলগত স্থানে সাইলো, সিএসডি এবং দেশের প্রায় সকল জেলা-উপজেলায় কমপৰে ১টি এলএসডি, গুরৰত্বপূর্ণ উপজেলায় দুই বা ততোধিক এলএসডি'র মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়।

২.২.২ কার্যাবালি

Bengal Civil Supply Dept. প্রতিষ্ঠাকালে প্রধান প্রধান শহরগুলোতে বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলেও পরবর্তীতে সংশোধিত রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বত্র তা সম্প্রসারিত করা হয়। সময়ের প্রয়োজনে সর্বশেষ ১৯৮৪ সালে বেঙ্গল সিভিল সাপৰাই ডিপার্টমেন্ট, খাদ্য অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হলে নিম্নরূপভাবে এ বিভাগের কার্যাবলি পুনর্বন্টন করা হয়। উলেৰখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

- খাদ্য অধিদপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহের সার্বিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা
- সরকার কর্তৃক জারীকৃত আইন.অধ্যাদেশ, বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন
- মাঠ কর্মীদের কার্যক্রম তদারকি এবং নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান
- বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় খাদ্য অধিদপ্তরের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারি নিয়োগ, বদলি ও পদায়ন
- ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কিত কারিগরি বিষয়াদি ও নীতি নির্ধারণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন
- কর্মরত কর্মকর্তাদের ক্ষমতা অর্পণের সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ জারি
- কর্মকর্তাদের মধ্যে কার্য বন্টন
- পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনা, ভৌত সুবিধা, লোকবল ও অন্যান্য লভ্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ
- সংশিৰষ্ট যে কোন বিষয়ের তদন্ত ও নিষ্পত্তি।

৩.০ মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

৩.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়

প্রতিষ্ঠানের জনবল নিয়োগ এবং প্রশিৰণ প্রদান একটি নিয়মিত কার্যক্রম। নিয়োজিত ও নিয়োগকৃত জনবলের উপযুক্ত প্রশিৰণের মাধ্যমে দৰ জনশক্তিতে রূপান্তর কার্যক্রমের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠানের লৰ্য ও উদ্দেশ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। খাদ্য মন্ত্রণালয় অত্যন্ত গুরৰত্বের সাথে অর্পিত এ দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন করে চলেছে। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক গতিশীলতা নির্বিঘ্ন রাখার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদিত জনবল পুরণের অংশ হিসেবে ২০০৯-১৩ সময়কালে ৩১টি শূন্যপদের (১০% রিজার্ভ রেখে) বিপরীতে ২০১২ সালে ২২ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি নিয়োগ করা হয়েছে।

৩.২ খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য অধিদপ্তর খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একমাত্র সংস্থা। ১৩৬৭৬ টি বিভিন্ন শ্রেণি ও ক্যাটাগরির পদের বিশাল সাংগঠনিক কাঠামোর এ সংস্থা হতে নিয়মিত অবসরজনিত পদ শূন্যতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন শ্রেণির শূন্য পদের নিয়োগ বিধি ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। ২০০৯-১৩ সাল পর্যন্ত ১ম শ্রেণির ক্যাডার পদে পিএসসি'র সুপারিশ অনুযায়ী ৩৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োগকৃত পদের মধ্যে ৩১ জন পুরৰষ এবং ২ জন মহিলা কর্মকর্তা। ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদসমূহকে ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদে উন্নীত করার ফলে এ পদে নিয়োগের বিধিমালা প্রক্রিয়াধীন থাকায় জনবল নিয়োগ করা সম্ভব হয়নি। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সকল পদে নিয়োগের জন্য খাদ্য অধিদপ্তর দায়িত্বপ্রাপ্ত। খাদ্য অধিদপ্তরের পদসমূহের মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদ সর্বাধিক। সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত খাদ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমকে গতিশীল রাখার লৰ্যে ২০০৯-১৩ সাল পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তর ৪র্থ শ্রেণির শূন্যপদে নিয়োগের জন্য মোট ৪টি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীর মধ্য হতে নিয়োগ বিধি অনুসরণ করে মোট ৩৪২৯টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়। নারীর ৰমতায়নের অংশ হিসেবে এ সকল পদে ২৭০৭ জন পুরৰষের পাশাপাশি ৭২০ জন নারীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ৩য় শ্রেণির শূন্য পদ পুরনের জন্য বিগত ৫ বছরে ৩টি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিপুল সংখ্যক আবেদনকারীর মেধা যাচাইয়ের লৰ্যে লিখিত ও মৌখিক পরীৰা গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য পরিদর্শক, উপ খাদ্য পরিদর্শক, সহকারী উপ খাদ্য পরিদর্শক, অডিটর, উচ্চমান সহকারীসহ বিভিন্ন পদে এ সময়ে মোট ১৩৭২ জন নারী এবং ১৮৮৫ জন পুরৰষ অর্থাৎ সর্বমোট ৩২৫৭ জন জনবল নিয়োগ (সারণী-১) করা হয়।

সারণী-১ঃ জনবল নিয়োগ

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	সাল	১ম শ্রেণি		২য় শ্রেণি		৩য় শ্রেণি		৪র্থ শ্রেণি		মোট		সর্বমোট
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
	২০০৮	৯	-	-	-	৯৮	-	৯৩০	১০৫	১০৩৭	১০৫	১১৪২
	২০০৯	-	-					২৮	২	২৮	২	৩০
	২০১০	৪	১			৭৭৩	৩১১	-	-	৭৭৭	৩১২	১০৮৯
	২০১১	৪	-					১৫১৭	৩৭৯	১৫২১	৩৭৯	১৯০০
	২০১২	১১	১							১১	১	১২
	২০১৩	৩								৩		৩
	২০১৪					১০১৪	১০৬১	২৩৪	৭৩	১২৪৮	২৩৪	১৪৮২
মোট		৩১	২			১৮৮৫	১৩৭২	২৭০৯	৭২০	৪৬২৫	১০৩৩	৫৬৫৮

৩.৩ প্রশিৰণ

৩.৩.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণকে দেশে ও বিদেশে নিয়মিত প্রশিৰণ, শিৰাসফর, ওয়ার্কসপ, কনসালটেশন মিটিং এবং সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়ে থাকে। বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের ১৯৩ জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন কর্মসুচিতে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এ সকল কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফিলিপাইন, ইতালি, ভারত, ইউক্রেন, ভিয়েতনাম, চীন, জাপান, মালয়শিয়া, ভুটান, থাইল্যান্ড, বাহরাইন, রাশিয়া, হংকং, ইউএই, পাকিস্তান, মিয়ানমার, শ্রীলংকা, কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সুইডেন, তুরস্ক এবং কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ও প্রশিৰণ গ্রহণ করেছেন।

৩.৩.২ খাদ্য অধিদপ্তর

প্রতিষ্ঠাকাল হতে খাদ্য অধিদপ্তরের প্রশিৰণ বিভাগে ১ম শ্রেণির বিসিএস (খাদ্য) কর্মকর্তাগণের বিভাগীয় প্রশিৰণ প্রদান অব্যাহত আছে। অভিজ্ঞ কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পাশাপাশি নিয়মিত কর্মচারিগণের বিভিন্ন প্রকার Refreshment কোর্সও পরিচালনা করছে। অর্থবছরের শুরুতে বছরব্যাপী প্রশিৰণ প্রদানের একটি সুনির্দ্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিৰণসমূহে খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও দৰ কর্মকর্তাগণকে প্রশিৰক হিসেবে নিয়োগের পাশাপাশি কিছু কিছু ৰেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/সেক্টর হতে সংশিৰষ্ট ৰেত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গকেও আমন্ত্রণ করে প্রশিৰণের মানকে উন্নত করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ সকল প্রশিৰণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের ফলপ্রসূ প্রশিৰণ গ্রহণ ও কর্মৰেত্রে প্রয়োগের ফলে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ৫ বছরে খাদ্য বিভাগের ১ম শ্রেণিসহ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির নব-নিযুক্ত, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের জন্য বিভিন্ন কোর্সে, বিভিন্ন মেয়াদে ১০৫৫ জনকে প্রশিৰণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, বাজেটিং ও একাউন্টিং, সংগ্রহ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, আচরণ ও শৃঙ্খলা, অফিস ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে BPATC, RPATC, FIMA, CPTU ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন মেয়াদে ৯২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারিকে প্রশিৰণে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে এবং মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারিগণ সফলভাবে প্রশিৰণ সমাপ্ত করেছেন।

৪.০ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

৪.১ খাদ্য উৎপাদন ও বাজার মূল্য

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল মাত্র ৯.১ মিলিয়ন মে.টন। সত্তরের দশক পর্যন্ত দেশে খাদ্যশস্যের চাহিদা আমদানি নির্ভর ছিল। আশির দশকে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও দর বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা অনিয়মিত ছিল। ২০০৭, ২০০৮ সালে প্রায় সারাবিশ্ব খাদ্য মন্দার কবলে পড়লে বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ফলশ্রুতিতে ২০১০ সাল পর্যন্ত খাদ্য ঘাটতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ২০০৯ সালে নির্বাচিত সরকার খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নীতি ও নানা প্রকার কৌশল গ্রহণ করে। সরকারের কৃষি বান্ধব নীতির আলোকে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ, কৃষকের অক্লান্ত পরিশ্রম, কৃষি বিজ্ঞানীগণের টেকসই প্রযুক্তি ও অধিক ফলনশীল জাত উদ্ভাবন, কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, বাজার ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতির ফলে কৃষি, বিশেষত দানাদার শস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, ২০১৩ সালে দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রায় ৩৫.৫ মিলিয়ন মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে, যা বাংলাদেশকে চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার পরে অর্থাৎ ৪র্থ চাল উৎপাদনকারী দেশের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৪.২ অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ

খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পর্যায়ে অর্থাৎ ফসল কাটার সময় বাজারে খাদ্যশস্য সরবরাহের আধিক্যের কারণে মূল্য স্তরের অস্বাভাবিক হ্রাস একটি অন্যতম সমস্যা। মৌসুমী সমস্যা হলেও ফসলের মূল্যস্তর উৎপাদন খরচের নিচে নেমে গেলে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার চেয়ে টেকসই করা দুরূহ হয়ে পড়ে। দেশের সিংহভাগ কৃষক অস্বচ্ছলতার কারণে মৌসুমের শুরুতে ফসল কেটে তা সাথে সাথে বিক্রি করে দেয়। খাদ্য অধিদপ্তরের সংগ্রহ বিভাগ ফসল কাটার মৌসুমে খাদ্যশস্যের মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ অভিযানের মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ সংগ্রহের ফলে বাজারে চাহিদা বেড়ে যায়, মূল্যস্তর উর্ধ্বমুখী হয়, কৃষক লোকসান হতে রক্ষা পায়, বিশেষ করে প্রান্তিক কৃষকরা উপকৃত হয় এবং কৃষিতে উত্তরোত্তর বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যশস্য, বিশেষ করে চাল উৎপাদনে স্বয়ম্ভরতা অর্জনে একটি টেকসই ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। সংগ্রহ বিভাগ অভ্যন্তরীণভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ঘাটতি মোকাবেলা ও চাহিদা পূরণে প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানির কার্যক্রমও গ্রহণ করে থাকে।

৪.২.১ বোরো সংগ্রহ

এক মৌসুমে এককভাবে সর্বোচ্চ খাদ্য উৎপাদন, কৃষকগণের মূল্য সহায়তা প্রদান এবং সরকারি মজুদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সর্বদা বোরো মৌসুম কে অগ্রাধিকার দিয়ে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে থাকে। বিগত সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯ সালে বোরো মৌসুমে ১ লক্ষ

৫০ হাজার মেঃ টন ধান এবং ১১ লৰ মেঃ টন চাল অর্থাৎ চালের আকরে মোট ১১ লৰ ৯৭ হাজার ৫১১ মেঃ টন সংগ্রহের লৰ্যমাত্রা নির্ধারণ করে যা যে কোন সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ। সংগ্রহ মূল্য নির্ধারিত ছিল প্রতি কেজি ধান ১৪ টাকা এবং চাল ২২ টাকা। দেশের মোট খাদ্য উৎপাদন সন্তোষজনক হওয়ায় এবং অভ্যন্তরীণ বাজার মূল্য স্থিতিশীল থাকায় লৰ্যমাত্রার বিপরীতে এসময়ে ৯৫ হাজার ৬৭৫ মেঃ টন ধান এবং ১১ লৰ ৩৩ হাজার ৭৫৩ মেঃ টন চাল অর্থাৎ চালের আকারে ১১ লৰ ৯৫ হাজার ৯৪২ মেঃ টন চাল সংগৃহীত হয়েছিল। অর্জিত লৰ্যমাত্রা ছিল ৯৯%।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুয়ায়ী ২০১০ সালে প্রতিকেজি ধান ১৭ টাকা এবং প্রতিকেজি চালের সংগ্রহ মূল্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করে ১ লৰ ৫০ হাজার মেঃটন ধান এবং ১০ লৰ ৫০ হাজার মেঃ টন চাল সংগ্রহের লৰ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের প্রভাব থাকায় এবং দেশীয় বাজারে চালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সময়ে সংগ্রহ লৰ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সংগ্রহ চলাকালীন বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)'র সভায় চালের সংগ্রহ মূল্য প্রতিকেজি ২৫ টাকার উপর ৩ টাকা বৃদ্ধি করে ২৮ টাকায় পুনঃনির্ধারণ করা হয়। সংগ্রহ লৰ্যমাত্রা সফল করার সকল উদ্যোগ গ্রহণ করে ৫ লৰ ৬২ হাজার ৭০৩ লৰ মেঃ টন চাল সংগ্রহ করা হয় যা লৰ্যমাত্রার ৪৮%।

২০১১ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে শুধুমাত্র চাল সংগ্রহের লৰ্যমাত্রা র্নিধারণ করা হয়। প্রতিকেজি চালের সংগ্রহ মূল্য র্নিধারণ পূর্বক এ সময়ে ৮ লৰ ১৮ হাজার ৫০০ মেঃ টন সংশোধিত লৰ্যমাত্রার বিপরীতে ১০০% চাল সংগৃহীত হয়।

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)'র সভায় ২০১২ সালে ১ লৰ ৫০ হাজার মেঃ টন ধান, ৯ লৰ মেঃ টন সিদ্ধ চাল এবং ৫০ হাজার মেঃ টন আতপ চাল সংগ্রহের লৰ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রতিকেজি ধান, সিদ্ধ ও আতপ চালের সংগ্রহ মূল্য ছিল যথাক্রমে ১৮, ২৬ ও ২১ টাকা। লৰ্যমাত্রার বিপরীতে ১ লৰ মেঃ টন ধান, ৯ লৰ ৯৪৪ মেঃ টন সিদ্ধ চাল এবং ৪৮ হাজার ৮৬৮ মেঃ টন আতপ চাল অর্থাঃ চালের আকারে মোট ১০ লৰ ১৪ হাজার ৮৪৫ মেঃ টন সংগৃহীত হয় যা লৰ্যমাত্রা ৯৬%।

কৃষকগণের উৎসাহ মূল্য প্রদান এবং ধান কাটার মৌসুমে বাজার চাঙ্গা রাখা এবং সরকারি খাদ্যশস্যের মজুদ বৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)'র সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ লৰ ৫০ হাজার মেঃ টন ধান, ৮ লৰ ৫০ হাজার মেঃটন সিদ্ধ চাল এবং ৫০ হাজার মেঃ টন আতপ চাল অর্থাৎ চালের আকারে ১০ লৰ মেঃ টন খাদ্যশস্য সংগ্রহের লৰ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। প্রতিকেজি ধান ১৮.৫০ টাকা, সিদ্ধ চাল ২৯ টাকা এবং আতপ চালের ক্রয় মূল্য ২৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়। লৰ্যমাত্রার বিপরীতে

উলেৰখযোগ্য পরিমাণ ধান সংগৃহীত না হলেও ৭ লৰ ৮৫ হাজার মেঃ টন সিদ্ধ এবং ৫২ হাজার ৮৩৯ মেঃ টন আতপ চাল অর্থাৎ চালের আকারে মোট ৮ লৰ ৩৮ হাজার ১৫২ মেঃ টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়। বিগত ৫ বছরের বোরো সংগ্রহের লৰ্যমাত্রা এবং অর্জিত পরিমাণ সারণী-৩ এ দেখানো হলো।

সারণী-২ঃ ৫ বছরের বোরো সংগ্রহ

সংগ্রহের বৎসর	মুল্য (প্রতি কেজি)		লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টনে)			অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টনে)			মন্তব্য
	ধান	চাল	ধান	চাল	চালের আকারে	ধান	চাল	চালের আকারে	
২০০৯	১৪.০০	২২.০০	১,৫০,০০০ সংশোধিত ৯৫,৬৭৫	১১,০০,০০০ সংশোধিত ১১,৩৫,৩২২	১১,৯৭,৫১১	৯৫৬৭৫	১১,৩৩,৭৫৩	১১,৯৫,৯৪২	
২০১০	১৭.০০	২৫.০০ +৩.০০	১,৫০,০০০	১০,৫০,০০০	১১,৫০,০০০	৮৫৭১	৫,৫৭,১৩২	৫,৬২,৭০৩	০৪/৭/১০ থেকে ৩.০০ টাকা বোনাস
২০১১	-	২৯.০০	-	৮,১৮,৫০০	৮,১৮,৫০০	-	৮,১৮,০০০	৮,১৮,০০০	
২০১২	১৮.০০	সিদ্ধ ২৮.০০) (আতপ ২৬.০০)	১,৫০,০০০	৯,৫০,০০০ (সিদ্ধ ৯,০০,০০০) (আতপ ৫০,০০০)	১০,০০,০০০	১,০০,০৫১	৯,৪৯,৮১২ (সিদ্ধ ৯০০,৯৪৪) (আতপ ৪৮,৮৬৮)	১০,১৪,৮৪৫	
২০১৩	১৮.৫০	(সিদ্ধ ২৯.০০) (আতপ ২৮.০০)	১,৫০,০০০	৯,০০,০০০ (সিদ্ধ ৮,৫০,০০০) (আতপ ৫০,০০০)	১০,০০,০০০	৫৪৯৪	৮,৩৮,১৫২ (সিদ্ধ ৭৮৫,৩১০) (আতপ ৫২,৮৩৯)	৮,৩৮,১৫২	

৪.২.২ আমন সংগ্রহ

উৎপাদন বিবেচনায় দ্বিতীয় প্রধান মৌসুম হিসেবে প্রতি আমন মৌসুমে সরকার ধান-চাল সংগ্রহ করে থাকে। খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৭৫ হাজার মেঃ টন লৰ্যমাত্রার বিপরীতে ২০০৮-০৯ সালে ৬৬,৯৬৭ মেঃ টন আমন ধান সংগৃহীত হয়েছিল। একই সময়ে সংশোধিত ১ লৰ ৫৫ হাজার ৫০০ মেঃ টন লৰ্যমাত্রার বিপরীতে সংগৃহীত চালের পরিমাণ ছিল ১ লৰ ৫৩ হাজার ৪১৮ মেঃ টন। প্রতি কেজি ধান ১৬ টাকা দরে সরাসরি কৃষকের নিকট থেকে এবং প্রতি কেজি চাল ২৬ টাকা দরে চালকল মালিকগণের নিকট থেকে ক্রয় করা হয়েছে। ২০০৯-১০ সালে ধানের উৎপাদন কম হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চালের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ধান ও চাল মিলিয়ে চালের আকারে মাত্র ১৪,৬৯০ মেঃ টন চাল ক্রয় করা হয়েছিল। ২০১০-১১ মৌসুমে কোন আমন ধান-চাল সংগ্রহ করা হয়নি।

২০১১-১২ সালে প্রতি কেজি সিদ্ধ চাল ২৮ টাকা এবং প্রতি কেজি আতপ চাল ২৫ টাকা দরে সর্বমোট ৩ লৰ ৪৯ হাজার ৬৬০ মেঃ টনঅর্থাৎ ১০০% (প্রায়) সংগ্রহ লৰ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছিল।

২০১২-১৩ সালে প্রতি কেজি সিদ্ধ চাল ২৬ টাকা এবং আতপ চাল ২৫ টাকা দরে ৩ লৰ মেঃ টন লৰ্যমাত্রার বিপরীতে ২ লৰ ৭৫ হাজার ৫৬৩ মেঃ টন চাল সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিগত ৫ বছরের আমন সংগ্রহের হিসাব **সারণী-৩** এ দেখানো হল।

সারণী-৩ঃ ৫ বছরের আমন সংগ্রহ

সংগ্রহের বৎসর	মুল্য (প্রতি কেজি)		লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টনে)			অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টনে)		
	ধান	চাল	ধান	চাল	চালের আকারে	ধান	চাল	চালের আকারে
২০০৮-০৯	১৬.০০	২৬.০০	৭৫,০০০ সংশোধিত- ৬৬৯৬৭	১,৫০,০০০ সংশোধিত- ১,৫৫,৫০০	২,০০,০০০	১৩৯৫৯	১৫৩৪১৮	১৬২৯৭৬
২০০৯-১০	১৪.০০	২২.০০	১,৫০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০	৩১৪	১৪,৪৭৫	১৪,৬৯০
২০১০-১১			-	-	-	-	-	-
২০১১-১২		সিদ্ধ ২৮.০০ আতপ ২৫.০০	-	৩,৫০,০০০ (সিদ্ধ- ৩২০০০০ আতপ- ৩০০০০)	৩,৫০,০০০	-	৩,৪৯,৬৬০ (সিদ্ধ- ৩১৯৯৬৮ আতপ- ২৯৬৯২)	৩,৪৯,৬৬০
২০১২-১৩		সিদ্ধ ২৬.০০ আতপ ২৫.০০	-	৩,০০,০০০ (সিদ্ধ- ২৫০০০০) (আতপ- ৫০০০০)	৩,০০,০০০	-	২,৭৫,৫৬৩ (সিদ্ধ- ২৩৭৩১৬ আতপ- ৩৮২৪৭)	২,৭৫,৫৬৩

৪.২.৩ গম সংগ্রহ

বিগত কয়েক বছর গম আবাদের লৰ্যমাত্রা এবং উৎপাদন পরিস্থিতির ধারাবাহিকতায় কিছুটা তারতম্য পরিলৰিত হয়। প্রকৃতি এবং সেচ নির্ভর হওয়ায় গমের উৎপাদনে বছর ভিত্তিক পরিবর্তন লৰণীয়। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি কর্তৃক ২০০৯-১৩ সাল পর্যন্ত গম সংগ্রহের লৰ্যমাত্রা এবং প্রতিকেজি গমের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। সংগ্রহ নীতিমালা অনুসরণ করে খাদ্য মন্ত্রণালয় তথা খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ৫ বছরে সংগৃহীত গমের হিসাব সারণী-৪ দেখানো হলঃ

সারণী-৪ঃ ৫ বছরের গম সংগ্রহ

সংগ্রহের বৎসর	মুল্য (প্রতি কেজি)	লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টনে)	অর্জিত লক্ষ্যমাত্রা (মেঃ টনে)	লব্যমাত্রা অর্জনের শতকরা হার
২০০৯	১৬.০০	৩৫,০০০	৩৩,৫৯৯	৯৬%
২০১০	১৯.৫০	৫০,০০০	৪৮,২৬০	৯৭%
২০১১	-	-	-	
২০১২	২৪.০০	১,০০,০০০	৯৮,৫৯৯	৯৯%
২০১৩	২৫.০০	১,৫০,০০০	১,৩০,৫৭৬	৮৭%

৪.২.৪ চটের বস্তা সংগ্রহ

অভ্যন্তরীণ উৎস হতে সংগৃহীত ধান, চাল ও গম এবং আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে আমদানিকৃত গম ও চাল বস্তাবন্দী করার জন্য খালি বস্তার প্রয়োজন হয়। খাদ্য অধিদপ্তর সরকারি প্রতিষ্ঠান বিজেএমসি'র নিকট থেকে আলোচিত/র্নিধারিত দরে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং দরপত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকলসমূহের নিকট থেকে পাট জাতীয় পণ্য হিসেবে চটের তৈরি নির্ধারিত সাইজের খালি বস্তা সংগ্রহ করে থাকে। ২০০৯-১৩ সাল পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত/ক্রয়কৃত খালি বস্তার হিসাব নিম্নে দেখানো হলঃ

সারণী-৫ঃ ৫ বছরের চটের বস্তা সংগ্রহ

সাল/অর্থবছর	বিজেএমসি'র নিকট থেকে সংগৃহীত বস্তা (কোটি)	ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল থেকে সংগৃহীত বস্তা (কোটি)	মোট সংগৃহীত বস্তা (কোটি)
২০০৯-১০	৩.৩৬	০.৭৮	৪.১৪
২০১০-১১	২.১৬	০.৫১	২.৬৭
২০১১-১২	১.০৭	০.৫৬	১.৬৩
২০১২-১৩	২.৯১	০.৯৩	৩.৮৪
২০১৩-১৪	৪.১৬	০.৪০	৩১০.১৯

৪.৩ বৈদেশিক সংগ্রহ

বিগত সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেশে চাহিদার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন কম হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বাজারেও খাদ্যশস্যের মূল্য এবং চাহিদা অনেক বেশী ছিল যার প্রভাব দেশীয় বাজারকেও প্রভাবিত করেছে। জনকল্যাণমুখী সরকার দেশের স্বল্প ও নিম্ন আয়ের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লব্যে চলমান কর্মসূচি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় (পিএফডিএস) নিয়মিত খাতে খাদশস্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এ সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখার লব্যে যথাক্রমে অভ্যন্তরীণ

উৎস এবং আন্তর্জাতিক বাজার হতে চাল ও গম সংগ্রহ ও আমদানি করেছে। আন্তর্জাতিক দরপত্রের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশ হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষতঃ চাল ও গম আমদানি নিশ্চিত করার জন্য সরকার থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামের সাথে চাল এবং ইউক্রেনের সাথে গমের জন্য দীর্ঘমেয়াদী MoU স্বাৰর করেছে। স্বাৰরিত MoU এর অধীনে সরকার হতে সরকার (জি টু জি) পদ্ধতিতে সিংহভাগ চাল ও গম আমদানি করা হয়েছে। ২০০৯-১৩ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাজার হতে সংগৃহীত চাল ও গমের হিসাব নিম্নে দেখানো হলঃ

সারণী-৬ঃ ৫ বছরের বৈদেশিক সংগ্রহ

অর্থ বছর	চাল (মেঃটনে)	গম (মেঃটনে)
২০০৯-১০	৪৬,৮৫৯	৪,৪৩,৪৮৭
২০১০-১১	১২,৬৪,৪১৬	৭,৭৭,১৮৪
২০১১-১২	৪,৫৪,৮৫৯	৫,৪০,৬২৪
২০১২-১৩	২,২২৩	৩,৩৮,১৩১
২০১৩-১৪	০০	৬,১৪,১০০

৫.০ খাদ্যশস্য বিতরণ

৫.১ সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (পিএফডিএস)

"দেশের সকল মানুষের সকল সময়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা" এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির অধীন নানা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। পিএফডিএস খাতসমূহে নিয়মিত খাদ্যশস্য সরবরাহের পাশাপাশি প্রতিবছর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি করেছে। আর্থিক ও অ-আর্থিক খাতে ২০০৯-১০ সালে ১৩.০৫ লৰ মেঃ টন চাল এবং ৬.৫৩ লৰ মেঃ টন গম বিলি করা হয়েছে। সারণী-৭ হতে দেখা যায় যে, পিএফডিএস খাতে প্রতিবছর খাদ্য বিতরণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে গম ও চাল মিলে একত্রে ২০.৮৭ লৰ মেঃ টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

৫.১.১ ওএমএস চাল

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ওএমএস খাতে বিগত ৫ বছর চাল বিক্রয় কার্যক্রম প্রয়োজনমত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ২০০৯-১০ সালে ওএমএস খাতে ২ লৰ ৫৯ হাজার ৪২৯ মেঃ টন, ২০১০-১১ সালে ৮ লৰ ৬১ হাজার ৪৭৬ মেঃ টন, ২০১১-১২ সালে ২ লৰ ৭৬ হাজার ৩৯৫ মেঃ টন এবং ২০১২-১৩ সালে ৫২ হাজার ৯৮৫ মেঃ টন চাল বিক্রয় করা হয়েছে। বাজার মূল্য স্থিতিশীল এবং কখনও নিম্নমুখী থাকায় ২০১১-১২ সাল হতে পরবর্তী সময়ে এ খাতে চালের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে।

৫.১.২ সুলভ মূল্য কার্ড (Fair Price Card)

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লৰ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সকল মহানগর, পৌরসভা, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের স্বল্প ও নিম্ন আয়ের জনগণের মধ্য হতে প্রায় ৮১ লৰ পরিবারকে প্রাথমিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে। খাদ্যশস্য সরবরাহের জন্য প্রায় ৭৭ লৰ পরিবারের নিকট সুলভ মূল্য কার্ড (FPC) সরবরাহ করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারিগণকে এবং গ্রাম পুলিশ সদস্যগণকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালে এ কর্মসূচিতে ১ লৰ ৭৬ হাজার ৮৭৩ মেঃ টন চাল ও ১ লৰ ২১ হাজার ০৮১ মেঃ টন গম সরবরাহ করা হয়েছে। ২০১০-১১ সালে ৬৩ হাজার ২৬০ মেঃ টন চাল এবং কিছু পরিমাণ গম বিতরণ করা হয়েছে। বাজার মূল্য স্থিতিশীলতার কারণে ২০১২ সালের পর হতে এ কর্মসূচিতে গম সরবরাহ স্থগিত করা হয়েছে। তবে কার্যকারিতা বিবেচনা করে এ কর্মসূচিতে ২০১১-১২ সালে শুধুমাত্র চাল সরবরাহ অব্যাহত ছিল।

৫.১.৩ ওএমএস আটা

২০১০-১১ সালে ওএমএস খাতে গম বিক্রয় কর্মসূচি পরিবর্তন করে ময়দা মিল হতে গম ভাঙ্গিয়ে ডিলারের মাধ্যমে ওএমএস পদ্ধতিতে আটা বিক্রয়ের নতুন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন শুরব করা হয়েছে। ওএমএস খাতে আটা বিক্রয় জনপ্রিয় হওয়ায় এবং এর চাহিদা ও কার্যকারিতা বিবেচনা করে আটা বিক্রয়ের পরিমাণ সম্প্রসারিত করা হয়েছে যা অব্যাহত আছে। জরবরি গ্রাহকসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সকল খাত সচল রেখে এর পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। ওএমএস আটা বিক্রয় কর্মসূচিতে ২০১০-১১ অর্থবছরের শেষে চালু করে এ খাতে ২৫ হাজার ৮১৫ মেঃ টনগম ভাঙিয়ে আটা বিক্রয় করা হয়। ক্রমাগতভাবে এ খাতের পরিধি বৃদ্ধি করে ২০১২-১৩ সালে ২ লৰ ৮৮ হাজার মেঃ টন গম হতে আটা ভাঙিয়ে ওএমএস খাতে বিক্রয় করা হয়েছে।

৫.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে খাদ্য বিতরণ

বিগত সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর দারিদ্র মোচন কে অন্যতম সমস্যা বিবেচনা করে নানামুখী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। ৰুধামুক্ত জাতি গঠনের কর্মসুচিকে অধিকতর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, মহিলা ও শিশু, সমাজকল্যাণ, শিৰা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন কাবিখা, টিআর, ভিজিডি, ভিজিএফ, জিআর, স্কুল ফিডিং, শান্তকরণ ইত্যাদি নানাবিধ কর্মসুচিতে বরাদ্দের বিপরীতে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের গুদামসমূহ হতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে এ সকল কর্মসুচিতে বাজেট বরাদ্দের অনুকুলে খাদ্যশস্য সরবরাহের পরিমান বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ সকল কর্মসুচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহের ফলে জনগনের খাদ্য নিরাপত্তা অধিকতর সুসহত হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-১৪ সাল পর্যন্ত পিএফডিএস এ খাত ভিত্তিক খাদ্যশস্য বিতরণের হিসাব সারণী-৭ এ এবং গ্রাফ-১ এ দেখানো হলঃ

সারণী-৭ঃ পিএফডিএস খাতে খাদ্যশস্য বিতরণ

হিসাব ঃ মেঃ টনে

	খাতসমূহ	২০০৯-২০১০		২০১০-২০১১		২০১১-২০১২		২০১২-২০১৩		২০১৩-২০১৪ (ডিসেম্বর/১৩)	
		চাল	গম	চাল	গম	চাল	গম	চাল	গম	চাল	গম
আর্থিক খাত	ইপি	১৫১,৯৪৬	৯৩,৬৯৭	১৫৫,৫৯৭	৯৮,৯৪৩	১৫৭,৫০১	১০৩,১৪৬	১৫৯,৭১১	১০১,১৭৮	১৩২,১৯১	৮৬,০৬৩
	ওপি	১৬,৬৭২	৪,২৯৪	১৫,৬৫৮	৪,৬৫২	১৬,৩৪৭	৪,৬৯৫	১৫,৯৩৯	৫,০৫৬	১০,১৫০	২,৫৮৪
	এলইআই	৯,৭৪২	৫,৫৬০	০	১৭,১৪৩	০	১৪,৫৩০	০	১৭,১২৫	০	১২,৯৮৪
	ওএমএস	২৫৯,৪২৯	০	৮৬১,৪৭৬	২৫,৮১৫	২৭৬,৩৯৫	২১৯,৯৬১	৫২,৯৮৫	২৮৭,৮৩৬	১১৪,০২০	১৬০,৭৯৭
	গার্মেন্টস	৪৩,০৪৮	০	০	০	০	০	০	০	০	০
	সুলভ মূল্য (জেলা ও মহানগর)	৬,০৯১	০	৭৮,৪৪২	৩৭,৫৮৩	২৭,৮৪৭	১৮৬	২৬৩	০	৩১৮	০
	সুলভ মূল্য (ইউনিয়ন)	০	০	৯১,২০৪	৮২,৯৪১	২৩,৮৪১	০	০	০	০	০
	সুলভ মূল্য (কর্মচারি)	০	০	৭,২২৭	৫৫৭	১১,৫৭২	২,০৭৬	১,৯৩১	০	৮,১৮১	০
	অন্যান্য	৬৭	০	০	০	০	০	০	০	০	১৩
	উপ-মোট =	**৪৮৬,৯৯৫**	**১০৩,৫৫১**	**১,২০৯,৬০৪**	**২৬৭,৬৩৪**	**৫১৩,৫০৪**	**৩৪৪,৫৯৪**	**২৩০,৮২৯**	**৪১১,১৯৫**	**২৬৪,৮৬০**	**২৬২,৪৪১**
অনার্থিক খাত	কাবিখা	২৬৩,৩৫৬	১১০,২০৯	৮,৩২১	১২০,৩১৫	২৬২,০৬৯	৬৩,৭০৫	৩৬৪,৫৫৯	২৮,৭১৯	২,১২১	১৫৪,৭৭৮
	ভিজিডি	৬৬,৭৬১	২০৫,৬৬৫	১৪১,৬০৭	১২১,৯২৮	১১৪,৮৩৪	১৪৯,৩২১	২০২,৬২০	৪৩,২৮৮	৫৫,২১৫	১৪৭,৩৬০
	টিআর	১৬৩,৩১৬	২০৩,৪২৭	১,৩০৯	১৭৫,৫৭৩	২৬১,৬৯২	৬৪,২৮৩	৩১৭,২৫৮	৬২,৬৪৯	১৯৮,৫৪৪	১৫০,৮০০
	জিআর	৩৬,৯৯১	৩৮	৩৩,৪৭২	১০	৪৯,৮২৪	০	৪৮,৬৫৩	০	৩৪,১৮৪	০
	ভিজিএফ	২৪৮,২৮৬	০	১১৪,২০৭	১৫৬	১৫৮,৬৫২	৮৯১	২৫৩,৪৫০	২,৪০১	২১৯,০৩৩	০
	পার্বত্য চট্টগ্রাম/অন্যান্য	৩৮,৭৬৩	৩০,০৭৮	৬১,৩৫২	৩৭,৩৬৮	৫১,২০৪	৪১,৬৪২	৬৯,৯৩৭	৩৭,৪৫৪	৪৯,১২০	২৮,০৮০
	এফএফই/স্কুল ফিডিং	০	০	০	০	০	১৯,০১৯	০	১৩,৮৮৫	০	১৫,৯৭৬
	উপ-মোট =	**৮১৭,৪৭৩**	**৫৪৯,৪১৭**	**৩৬০,২৬৮**	**৪৫৫,৩৫০**	**৮৯৮,২৭৭**	**৩৩৮,৮৬১**	**১,২৫৬,৪৭৭**	**১৮৮,৩৯৬**	**৫৫৮,২১৭**	**৪৯৬,৯৯৪**
	মোট =	**১,৩০৪,৪৬৮**	**৬৫২,৯৬৮**	**১,৫৬৯,৮৭২**	**৭২২,৯৮৪**	**১,৪১১,৭৮১**	**৬৮৩,৪৫৫**	**১,৪৮৭,৩০৬**	**৫৯৯,৫৯১**	**৮২৩,০৭৭**	**৭৫৯,৪৩৫**

লেখচিত্র-১ঃ পিএফডিএস খাতে খাদ্য বিতরণ

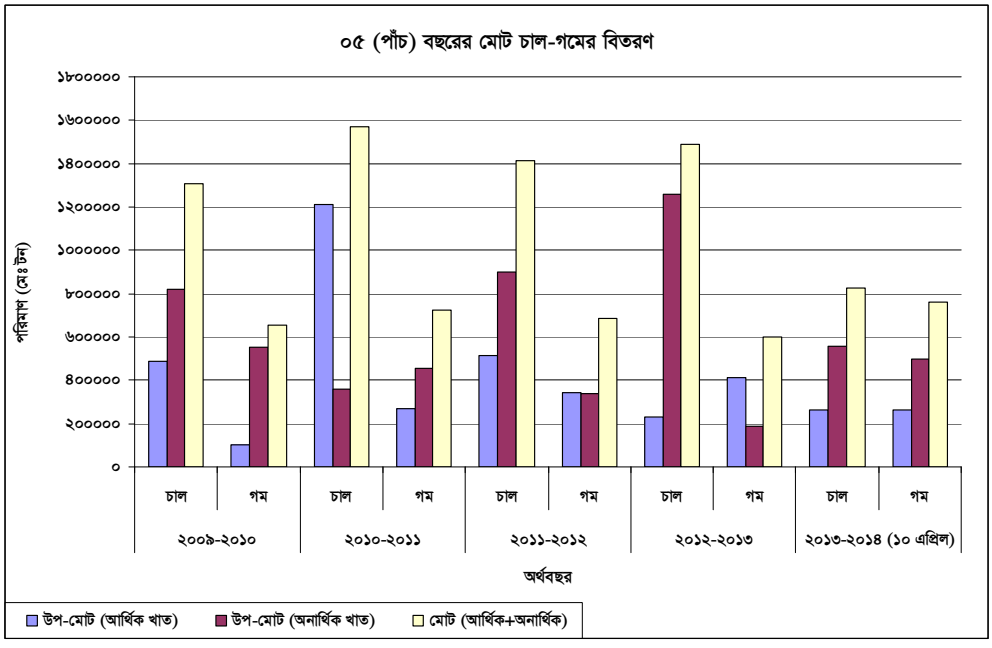

সুপরিকল্পিতভাবে ২০০৯-২০১৪ সালে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা (পিএফডিএস) খাতসমূহে খাদ্যশস্যের বরাদ্দ, বিলি বিতরণ এবং তদারকি ও মনিটরিং এর ফলে বাজারে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল ছিল। জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হয়েছে এবং ভাবমূর্তি উজ্জল হয়েছে। বিগত ৫ বছরে চাল ও আটার দর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০০৯ সালে হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে চালের বাজার দর বছরে গড়ে ৫.৪৫% এবং আটার বাজার দর ৬.৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০০৯-১৩ হতে ২০১৩-১৪ সাল (হালনাগাদ) পর্যন্ত চাল ও আটার গড় বাজার মূল্য নিম্নের সারণী-৮ ও গ্রাফ-২ এ দেখানো হলঃ

সারণী-৮ঃ ৫ বছরের বাজার মূল্যের স্থিতিশীলতা

হিসাব ঃ টাকা/প্রতিকেজি

বছর	চাল	আটা
২০০৯-২০১০	২৪.৫৪	২২.৪৯
২০১০-২০১১	৩২.৬৪	৩১.০৭
২০১১-২০১২	২৬.৭৯	২৫.৩৭
২০১২-২০১৩	২৪.৫৫	২৮.৫৮
২০১৩-২০১৪	৩১.২৩	৩০.০৪

লেখচিত্র-২ঃ ৫ বছরের বাজার মূল্যের স্থিতিশীলতা

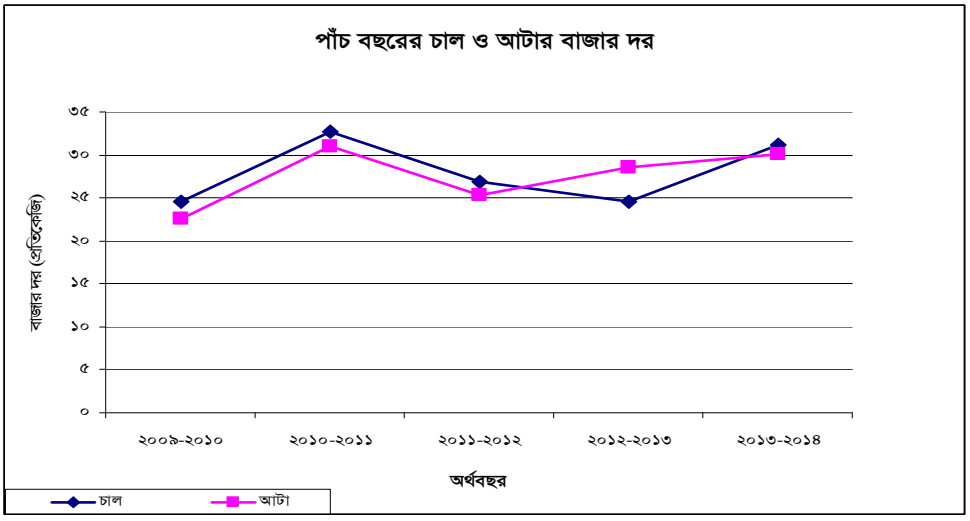

৬.০ খাদ্যশস্য চলাচল

সরকার প্রণীত জাতীয় খাদ্য নীতি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (২০০৮-২০১৫) অনুসরণ করে খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ সমন্বিত কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে আসছে। এর অংশ হিসেবে খাদ্য সংগ্রহ (অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক) করে তা সরকারের ৬৩০টি এলএসডি, ১৩ টি সিএসডি ও ৫ টি সাইলো'র এর মাধ্যমে আধুনিক উপায়ে মজুদ ও সংরৰণ করা হয়। আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা এবং জনগণের চাহিদার নিরিখে পরিবহন/চলাচল করানো খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। খাদ্য অধিদপ্তরের চলাচল বিভাগ এ কাজটি সফলভাবে করে যাচ্ছে।

জনগণের খাদ্যের চাহিদাপূরণ, সুষম বন্টন নিশ্চিত করা সারা দেশের খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ণের লৰ্যে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিকভাবে সংগৃহীত খাদ্যশস্য খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন রেল পরিবহন ঠিকাদার, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ঠিকাদার (সিআরটিসি), মেজর ক্যারিয়ার, ডিবিসিসি, ডিআরটিসি, আইআরটিসি ও আইবিসিসিদের মাধ্যমে রেল, সড়ক ও নৌ-পথে লিস্টকস্ট ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবাহিত হয়ে থাকে। দেশের কোথাও কোন খাদ্যশস্যের সংকট দেখা দেয়নি এবং বরাদ্দের বিপরীতে খাতভিত্তিক খাদ্যশস্য সরবরাহ নির্বিঘ্ন ছিল।

সারণী-৯ঃ বছর ভিত্তিক/পণ্য ভিত্তিক/মাধ্যম ভিত্তিক/খাদ্যশস্য স্থানান্তর

অর্থ বছর	পণ্য	পরিবাহিত পরিমাণ (মেঃ টন)			
		রেল	সড়ক	নৌ	মোট
২০০৯-১০	চাল	২১৫৪১	১৯৩০৫৬৮	২০৮১২১	২১৬০২৩০
	গম	৩৩৩৫০	৭৬১৪০৩	২৩৪২১১	১০২৮৯৬৪
২০১০-১১	চাল	৪২৭৫৭	১০৯০৪৪৯	২০৯৩৮৭	১৩৪২৫৯৩
	গম	৩৬৭৭৭	১০৮৯২৩৪	২১৩৩২৭	১৩৩৯৩৩৮
২০১১-১২	চাল	১৯৫২৭	১২২৬৭৩০	২১৫২৯৪	২৮০০৮৮৯
	গম	৩৪৬৫৪	১২০১৮০১	১৪৪৪২০৩	২৬৮০৬৫৮
২০১২-১৩	চাল	৪০১৮১	১১৭৯৩৬১	২০৩১০৫	১৪২২৬৪৭
	গম	২৪০৫১	৯৭৪১১৭	২২৫৫০৬	১২২৩৬৭৪
২০১৩-১৪	চাল	২৯৩১৭	৮৬৮১৮৪	১০২০৯৭১	১৯১৮৪৭২
	গম	৩৭০৬৪	১২৩৬৬৬৭	২৩২৩২৬	১৫০৬০৫৭
মোট (চাল/গম)		**৩১৯২১৯**	**১০৪৯৭০৮৯**	**৪২০৬৪৫১**	**১৬০৮৪১৮৪**

লেখচিত্র-৩ঃ বছর ভিত্তিক খাদ্যশস্য পরিবহন/চলাচল

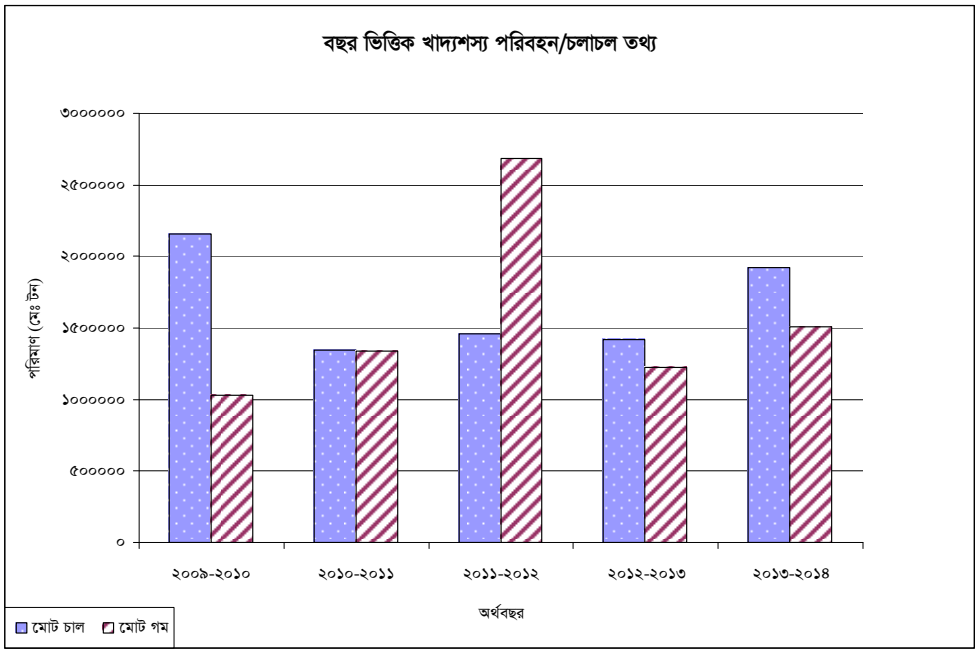

বিদেশ থেকে আমদানিকৃত খাদ্যশস্য মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে খালাস করে দ্রুততম সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে নির্ধারিত গন্তব্যে পৌছে দেয়া হয়। দ্রুত জাহাজ খালাসের কারণে খাদ্য বিভাগকে কোন ডেমারেজ দিতে হয়নি। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে বছর ভিত্তিক খাদ্যশস্য খালাসের চিত্র নিম্নে দেয়া হলঃ

সারণী-১০ঃ চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে বছর ভিত্তিক খাদ্যশস্য খালাস

অর্থ বছর	পণ্য	পরিবাহিত পরিমাণ (মেঃ টন)		
		চট্টগ্রাম	মংলা	মোট
২০০৯-১০	চাল	৪৭৩৬০	৭৭৮২	৫৫১৪২
	গম	৪৯৯৩৮৮	১৭০৯৬৬	৬৭০৩৫৪
২০১০-১১	চাল	৬৫৬৬১১	৩৪৪২১২	১০০০৮২৩
	গম	৬৫৭৩৪১	১৫৭৬৪৮	৮১৪৯৮৯
২০১১-১২	চাল	২৪০৪৪১	১০২৬৭৮	৩৪৩১১৯
	গম	২৬২৩৩১	১৮৪৬৪৩	৪৪৬৯৭৪
২০১২-১৩	চাল	৮৪৪০	০০০	৮৪৪০
	গম	৫০১৭১৬	১৬৬২৭৯	৬৬৭৯৯৫
২০১৩-১৪	চাল	০০০	০০০	০০০
	গম	৬৮০১৪৪	২৪২৯৭৫	৯২৩১১৯
মোট (চাল/গম)		৩৫৫৩৭৭২	১৩৭৭১৮৩	৪৯৩০৯৫৫

লেখচিত্র-৪ঃ মংলা ও চট্টগ্রাম বন্দরে বছর ভিত্তিক খাদ্যশস্য খালাস

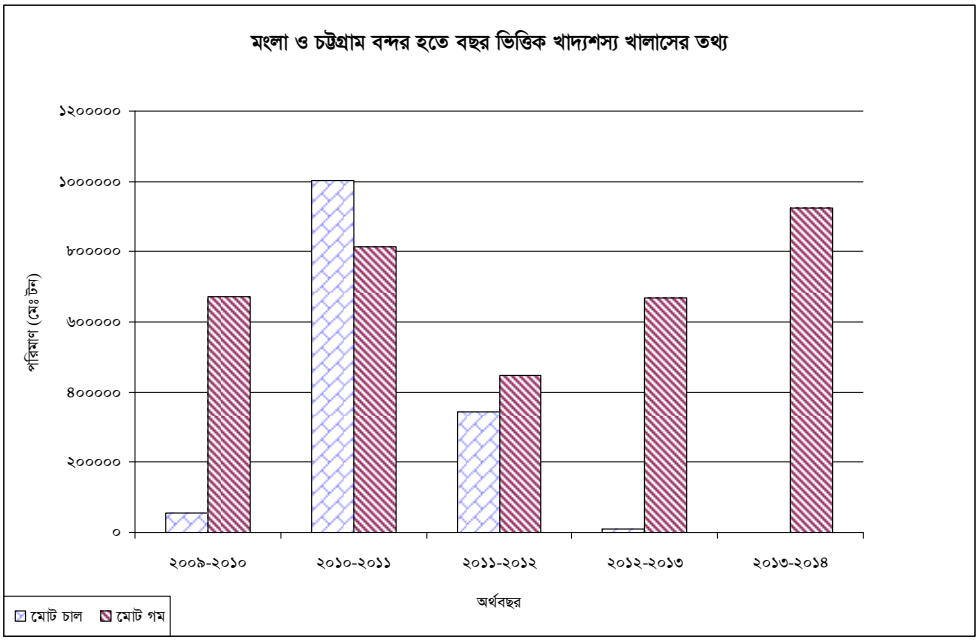

৭.০ উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ধারাকে সুসংহত রাখার বিষয়কে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া, ক্রমর্বধমান জনসংখ্যা বিবেচনায় রেখে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বাংলাদেশকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত এবং আপদকালীন নির্ভরযোগ্য মজুদ গড়ে তোলার পাশাপাশি রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করার প্রতিও গুরবত্ব আরোপ করা হয়েছে। সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণ কালে সরকারি পর্যায়ে খাদ্য শস্যের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ১৪.০০ লাখ মে. টন.। দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ধারণ ক্ষমতা পর্যাপ্ত না হওয়ায় ২০১৫ সালের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১ লাখ মে.টনে এবং ২০২১ সালের মধ্যে ৩০ লাখ মে.টনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ২০১৫ সনের মধ্যে ধারণ ক্ষমতা ২১ লাখ টনে উন্নীত করতে মোট ৭.৫ লাখ মে.টন ধারণ ক্ষমতার বেশ কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ৩টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে অব্যবহৃত খাদ্যগুদাম ব্যবহার উপযোগী করায় বর্তমানে খাদ্যশস্যের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ১৯.০০ লাখ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। ২০০৯-১৩ সাল পর্যন্ত যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং যেসব প্রকল্প চলমান আছে তার বিবরণ নিম্নে দেখানো হলঃ

৭.১.১ দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২ শত ৪১ কোটি টাকা।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	জুলাই/২০০৯ হতে জুন/২০১২।
ধারণ ক্ষমতা	ঃ	১.১০ লক্ষ মে.টন।
গুদামের ধরন	ঃ	১) ১০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৮০ টি। ২) ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার ৬০ টি।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ঃ	১০০%।

৭.১.২ সারাদেশ ১.৩৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২ শত ৮৩ কোটি টাকা।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	জুলাই/২০১০ হতে মার্চ/২০১৪।
ধারণ ক্ষমতা	ঃ	১.৩৫ লক্ষ মে.টন।
গুদামের ধরন	ঃ	১) ১০০০ মে.টন ১০০ টি। ২) ৫০০ মে.টন ৭০ টি।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ঃ	১০০%।

৭.১.৩ হালিশহর সিএসডি ক্যাম্পাসে ০.৮৪ লক্ষ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২ শত ১৯ কোটি টাকা।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	জুলাই/২০১০ হতে মার্চ/২০১৪।
ধারণ ক্ষমতা	ঃ	৮৪ হাজার মে.টন।
গুদামের ধরন	ঃ	১) ১০০০ মে.টন ৭৭ টি।
		২) ৫০০ মে.টন ১৪ টি।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ঃ	১০০%।

৭.১.৪ মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মেঃ টনধারণ ৰমতার কংক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মাণ

প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৫ শত ৩৭ কোটি টাকা।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৪।
ধারণ ক্ষমতা	ঃ	৫০ হাজার মে.টন।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ঃ	৪২%।

৭.১.৫ সাল্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে ২৫,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন Multistoried Warehouse নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২ শত ৬৫ কোটি টাকা।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৪।
ধারণ ক্ষমতা	ঃ	২৫ হাজার মে.টন।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ঃ	৪২%।

৭.১.৬ ঢাকা শহরের পোস্তগোলায় আধুনিক সরকারি ময়দা মিল নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১ শত ৩০ কোটি টাকা।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫।
মিলিং ক্ষমতা	ঃ	২০০ মে.টন প্রতিদিন।
সাইলোর ধারণ ক্ষমতা	ঃ	১০ হাজার মে.টন।
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	ঃ	১৫%।

৭.১.৭ সারাদেশ ১.০৫ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন নতুন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পটি গত ২৯/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয়	ঃ	৩ শত ৬৯ কোটি টাকা।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬।
ধারণ ক্ষমতা	ঃ	১.০৫ লক্ষ মে.টন।
গুদামের ধরন	ঃ	১) ১০০০ মে.টন ৫২ টি।
		২) ৫০০ মে.টন ১০৬ টি।

৭.১.৮ Modern Food Storage Facilities Project

বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১৯১৬.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ৮টি স্থানে ৫ লৰ ৩৫ হাজার ৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৮টি আধুনিক গ্রেইন সাইলো নির্মাণ করা হবে। প্রস্তাবিত সাইলো গুলোর মধ্যে নারায়নগঞ্জ সিএসডি চত্বরে নির্মিতব্য সাইলোর নির্মাণ ব্যয় Bangladesh Climate Change Resilience Fund Grant (২৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার) হতে এবং প্রকল্পের অবশিষ্ট অর্থ World Bank Loan হতে নির্বাহ করা হবে। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় সিডর ও বন্যা কবলিত উপকূলীয় এলাকায় খাদ্য শস্য ও বীজ সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি ১০০ কেজি ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৫০,০০০ মে.টন ক্ষমতার ০৫(পাঁচ) লক্ষ পিস ফ্যামিলি সাইলো বিতরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের Feasibility Study এর কাজ শেষ হয়েছে। মে/২০১৩ সালে বিশ্বব্যাংকের সাথে ২৬০ মিলিয়ন ডলারের Loan Negotiation সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে অক্টোবর/২০১৩ মাসে Post Appraisal Review Mission প্রতিবেদনের আলোকে বিগত ২৪/১১/২০১৩ তারিখে ২১০ মিলিয়ন ডলারের Loan এর জন্য Improved Negotiation সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩০ শে ডিসেম্বর/২০১৩ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড সভায় প্রকল্পটিতে অর্থায়নের বিষয়ে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১৯১৯.৯৭ কোটি টাকা।
প্রকল্প মেয়াদ	ঃ	জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০২০।
ধারণ ক্ষমতা	ঃ	৫.৩৫ লক্ষ মে.টন।
গুদামের ধরন	ঃ	Vertical Steel Grain Silo.

৭.২ খাদ্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন নির্মাণ কাজ

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর খাদ্য অধিদপ্তরাধীন জরাজীর্ণ ও অব্যবহৃত খাদ্য গুদামসমূহ মেরামত করে কার্যকর ধারণ ক্ষমতা উলেৰখযোগ্যহারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া নতুন নির্মাণের আওতায় অফিস ভবন, সীমানা প্রাচীর, ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়িত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং নতুন নির্মাণ কাজের বিবরণ নিম্নে উলেৰখ করা হল ঃ

৭.২.১ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ

২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত ৫টি অর্থবছরে ৬১.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৩৯১ টি জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী গুদাম মেরামত ও পুর্নবাসন করা হয়েছে। একই সময়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা, প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং (সিসিডিআর) এবং জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা দপ্তরের জন্য জুরাইন এলাকায় একটি ৪ (চার) তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, রংপুর ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

এছাড়া, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, নেত্রকোনা, পাবনা, চাঁদপুর, জয়পুরহাট, খাগড়াছড়ি, শেরপুর, ময়মনসিংহসহ মোট ৮টি অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি স্থাপনায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে।

৭.৩ বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাংশ, কীটনাশক ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়

৭.৩.১ কীট নাশক ক্রয়

মজুদ খাদ্যশস্য কীটমুক্ত রাখার জন্য কীটনাশক ব্যবহার অপরিহার্য। বিগত ৫ বছরে সরকারি গুদামে রৰিত খাদ্যশস্য কীটমুক্ত রাখার জন্য যথাযথ টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নিম্নরূপ পরিমাণ (সারণী-১১) তরল ও ধূমায়ন জাতীয় কীটনাশক সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণী-১১ঃ বিগত বছরসমূহে কীটনাশক ক্রয়

ক্রয়ের বছর	এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড (ট্যাবলেট; হিসাব কেজি)	পিরিমিফস মিথাইল ৫০ ইসি (তরল; হিসাব লিটার)	মোট মূল্য (লক্ষ টাকা)
২০১০	১৫,০০০	১০,০০০	১৬৬.৫০
২০১২	১৫,০০০	১২,০০০	২৪০.৯০
২০১৩	১৫,০০০	১২,০০০	২৬২.৬৫

৭.৩.২ ডানেজ ক্রয়

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন খাদ্য গুদামে বস্তাবন্দী খাদ্য শস্য খামালজাত করণের উদ্দেশ্যে ডানেজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ডানেজ ক্রয় করা হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপ-

১) ২০০৯-১০ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৩২ হাজার ৪০০ পিস ডানেজ মোট ২৫.০ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে;

২) ২০১২-১৩ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৪.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার পিস ডানেজ সংগ্রহ করা হয়েছে;

৩) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৪.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫ হাজার পিস ডানেজ সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে;

৪) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সর্বমোট ৩৭.৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪৪ হাজার ৩৩০ পিস ডানেজ ক্রয় করা হয়েছে।

৭.৩.৩ যন্ত্রাংশ ক্রয়

১) গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে মোট ১৬.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ০১টি নিউমেটিক আনলোডার ক্রয় করা হয়েছে।

২) গত ২০১০-১১ অর্থ বছরে মোট ৯২.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭৯ টি আদ্রতামাপক যন্ত্র ক্রয় করা হয়েছে।

৩) গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় মোট ২.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫টি ট্রাক স্কেল ক্রয় করা হয়েছে।

৪) জিপি শীট ক্রয় ঃ ধূমায়ন পদ্ধতিতে কীট নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে মোট ৮৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০টি জিপি শীট ক্রয় করা হয়েছে।

৭.৩.৪ সোলার প্যানেল স্থাপন

সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত খাদ্য ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্কের অধীনে কোন কোন অবকাঠামো খুবই দূরবর্তী হওয়ায় এ সকল কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগের কোন অবকাশ নেই। এরূপ কেন্দ্রসমূহকে চিহ্নিত করে ন্যূনতম বিদ্যুৎ ও প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছানোর লৰ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে। গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে চিহ্নিত এরূপ ২৭টি স্থাপনায় মোট ১.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ৩৪.৬ কিলোওয়াট (kWH) ক্ষমতা সম্পন্ন সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

৮.০ বাজেট ব্যবস্থাপনা ও নিরীৰা কার্যক্রম

৮.১ বাজেট ব্যবস্থাপনা

খাদ্য মন্ত্রণালয় বিগত ৫ বছর ধরে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়ন করছে। এই প্রক্রিয়ায় মন্ত্রণালয়ের নীতি কৌশলের সাথে বাজেট বরাদ্দ এবং বরাদ্দকৃত বাজেটের সাথে কর্মকৃতির যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দক্ষতার সাথে বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন, সমগ্র বাজেট ব্যবস্থাপনা নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণ, উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলা এবং সময়মত বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তরের মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MBF) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রতি বছর এমবিএফ এর কৌশলগত উদ্দেশ্য, সাম্প্রতিক অর্জন , অগ্রাধিকার খাত, প্রধান কর্মকৃতি (KPI) এবং ফলাফল নির্দেশক সমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। বিগত ২ টি অর্থ বছর যাবৎ খাদ্য মন্ত্রণালয় প্রতি অর্থ বছরের শুরবতে বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি জেন্ডার বাজেটের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা/বিভিন্ন খাতে জেন্ডার বিষয়ক কর্মসূচীর সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সহায়তার লক্ষ্যে জাতীয় বাজেটের সাথে অর্থ মন্ত্রণালয় জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২ টি অর্থ বছরের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে যাতে মন্ত্রণালয়ের সর্বমোট বাজেট বরাদ্দ থেকে নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের বাজেট বরাদ্দকে আলাদাভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় জেলা বাজেট প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জেলা বাজেট প্রণয়ন করেছে। এর সাথে একটি নির্দিষ্ট জেলায় মোট বাজেট বরাদ্দের কি পরিমান অর্থ ব্যয় হয় তার হিসাব পৃথকভাবে দেখানো সম্ভব হচ্ছে। প্রথমে পাইলট জেলা হিসেবে টাঙ্গাইল জেলার বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে টাঙ্গাইলসহ ৭ টি বিভাগীয় শহর ও জেলার জন্য বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের বিগত ৫ অর্থ বছরের বাজেটের সার-সংক্ষেপঃ

সারণী-১২ঃ খাদ্য বাজেটের লৰ্যমাত্রা ও প্রকৃত অর্জন

ৎস/খাত	২০০৮-০৯				২০০৯-১০				২০১০-১১				২০১১-১২				২০১২-১৩			
সংগ্রহ	সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন		সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন		সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন		সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন		সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অর্জন	
	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমান (লক্ষ মে.টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)
বৈদেশিক অনুদান দ্বারা আমদানী	১৭১ (গম-১০১, চাল-১৭০)	৪১৪	১৩১ (গম-১০১, চাল-৩০)	৩৭৮	১০০(গম-৮০,চাল-২০)	২২৩	৪৮ (গম-৪৪, চাল-৪)	১০১	১৫৫ (গম-১৫০, চাল-৫)	৩৬৪	১৬৪ (গম-৫৮, চাল-৬)	৩৯২	১০০ (গম-৯০, চাল-১০)	২৬০	৫৬ (গম-৪৭, চাল-৯)	১৭১	১১০ (গম-১০০,চাল-১০)	৩৬০	১৩৩ (গম-১৩১, চাল-২)	৪০৬
নিজস্ব সম্পদ দ্বারা আমদানী	৭৯০ (গম-৩৯০, চাল-৪০০)	২০১৫	৬৮১ (গম-২৯৬, চাল-৩৮৫)	১৮৯১	১০৫০(গম-৭৫০, চাল-৩০০)	২১৪০	৫০৯ (গম-৪৫৭, চাল-৫২)	৭৯২	২১৯৬ (গম-১১২, চাল-১২৮৪)	৫৯৬২	২০৪১ (গম-৭০৭, চাল-১২৬৪)	৬৬৩৫	১৩০৭ (গম-৮৫০, চাল-৪৫৭)	৩৮৯৫	৯৯৬ (গম-৫৪১, চাল-৪৫৫)	৩১১৬	৮০২ (গম-৮০০, চাল-২)	২৩৯৪	৩৪০ (গম-৩৩৮, চাল-২)	৯০৪
অভ্যন্তরীন সংগ্রহ	১৩৬৪ (গম-৩৫, চাল-১৩২৯)	৩৭১৫	১৪৮৪ (গম-৩৪, চাল-১৪৫০)	৩৫১১	১৫৫০ (গম-৫০, চাল-১৫০০)	৩৩৭৩	৮০৫ (গম-৪৮, চাল-৪৫৭)	২২০৪	৫৯৫ (গম-১০০, চাল-৪৯৫)	১৬৬৯	৪৬৩ (গম-০, চাল-৪৬৩)	৯১৯	১৩৫০ (গম-১০০, চাল-১২৫০)	৩৩৩০	১৪২৬ (গম-৯৯, চাল-১৩২৭)	৪১৪১	১৬৫০ (গম-১৫০, চাল-১৫০০)	৪৫৬৩	১৪০৫ (গম-১৩১, চাল১২৭৪)	৪০৯৯
পরিচালনা ব্যয়		৩৩৫		৩০০		৪৪৫		৪০৭		৫১২		৪৮২		৪৩২		৩৯৯		৬১০		৫৪৮
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়		১৩৭		১২২		১৭৩		১৪৯		১৯১		১৮০		১৯৫		১৯২		২১১		২০১
মোট	২৩২৫ (গম-৫২৬, চাল-১৭৯৯)	৬৬১৬	২২৯৬ (গম-৪৩১, চাল-১৮৬৫)	৬২০২	২৭০০ (গম-৮৮০, চাল-১৮২০)	৬৩৫৪	১৩৬২ (গম-৪৯, চাল ৮১৩)	৩৬৫৩	২৯৪৬ (গম-১১৬২, চাল-৭৮৪)	৮৬৯৮	২৬৬৮ (গম-৯৩৫, চাল-১৭৩৩)	৮৬০৮	২৭৫৭ (গম-১০৪০, চাল-১৭১৭)	৮১১২	২৪৭৮ (গম-৬৮৭, চাল-১৭৯১)	৮০১৯	২৫৬২ (গম-১০৫০, চাল-১৫১২)	৮১৩৮	১৮৭৮ (গম-৬০০, চাল-১২৭৮)	৬১৫৮
বিতরণ																				
মোট নগদ বিক্রয় চাল	৫৫৮	৮৭২	৩৫৫	৬০৩	৮১৫	১৩৬৯	৪৮৭	৭০৮	১০৯৩	২২৩২	১২১০	২৪৭৩	৬৫৮	১১৫৫	৫১৪	৮৬৫	৪৩৫	৬৪২	২৩১	২১২
মোট নগদ বিক্রয় গম	১১৮	৪৪	৯০	৪৩	১৬১	৯০	১০৪	২৯	১৭৭	১৪৮	২৬৮	২৫০	৪২৮	৬০৩	৩৪৫	৪৪৪	৪৫০	৫৭৭	৪১১	৬০৬
কাবিখা চাল	৩২৮	৯৬৫	৩৬২	১১৫০	৩০০	৭৭৪	২৬৩	৮৫৬	১০০	৩৩০	৮	২৯২	২০৫	৬৯৫	২৬২	১০৭২	৩০২	৯৮০	৩৬৫	১২৩১
কাবিখা গম	২৮	৬৯	৩৩		৭৫	১৫৩	১১০		২০০	৪৮৫	১২০		১৬৬	৪৩৯	৬৪		১০৮	৩৩৮	১৮	৫০
ভিজিডি/টিআর/জিআর ইত্যাদি চাল	১০৫৬	৩১০৮	১০১৪	৩৩৫৪	৭৮৪	২০২৪	৫৫৪	১৪৮৪	৬৭৫	২২২৫	৩৫২	১১১৮	৮১৫	২৭৬২	৬৩৬	২২২২	৮৮৫	২৮৭২	৮৯১	২৯৩১
ভিজিডি/টিআর/জিআর ইত্যাদি গম	২২০	৫৪০	২৪৯	৩৩৯	৪৪৫	৯০৯	৪৩৯	৪৪২	৫২৫	১২৭৩	৩৩৫	৭৩৩	৩৬০	৯৫২	২৭৫	৫৬৮	৩০৩	৯৪৭	১৭১	৩৪৭
ভর্তুকি	০	১০১৬	০	৬৫২	০	৯৭৪	০	৯৮৫	০	১৬৫৩	০	১৩৫৮	০	১৬০৪	০	১৬১৫	০	১৫৯৯	০	১১৭১
মোট	২৩০৮	৬৬১৪	২১০৩	৬১৪১	২৫৮০	৬২৯৩	১৯৫৭	৪৫০৪	২৭৭০	৮৩৪৬	২২৯৩	৬২২৪	২৬৩২	৮২১০	২০৯৬	৬৭৮৬	২৪৮৩	৭৯৫৫	২০৮৭	৬৫৪৮

সারণী-১৩ঃ প্রাপ্তি বাজেট

(হাজার টাকায়)

অর্থ বছর	সচিবালয়			খাদ্য অধিদপ্তর		
	প্রাপ্তি বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত প্রাপ্তি	প্রাপ্তি বাজেট	সংশোধিত বাজেট	প্রকৃত প্রাপ্তি
২০০৯-১০	২,০২,৪৫	৫০,৪১,৫৫	৭,০০,০০	১৭,৯৫,০০	১৭,১৩,৯৭	১৩,০০,০০
২০১০-১১	১,৯৫,১৫	২,০৭,৭৫	২০,০০,০০	১৪,৫১,০০	৫৫,৩৬,০০	১৪৯,০০,০০
২০১১-১২	২,৫৭,৭৫	৮,৬৭,২০	৩,০০,০০	২০,৪০,০০	১৭,৭৯,০০	১৪,০০,০০
২০১২-১৩	৩১,৯২,২৫	৪,৫৩,০০	৩,০০,০০	২১,৬২,০০	২৬,৪১,০৫	২৩,০০,০০
সর্বমোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	৩৮,৪৭,৬০	৬৫,৬৯,৫০	৩৩,০০,০০	৭৪,৪৮,০০	১১৬,৭০,০২	১৯৯,০০,০০

সারণী-১৪ঃ অর্থ বছর ভিত্তিক মূল বাজেট, সংশোধিত বাজেট ও প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব

খাত সমূহ	মূলবাজেট					সংশোধিত বাজেট					প্রকৃত ব্যয়				
প্রতিষ্ঠানের নাম	২০০৮-৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০০৮-৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০০৮-৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
ক) সচিবালয়															
অনুন্নয়ন	৩২০৪৮৯	১৮৯৭৬৬৫১	৪০৭৪৮৯৭	৯৩৫২৬৮৫	৭৪৬৯৯৪৫	৩২১৪০০	৩২৯৫০৬৯	৬৫৩৬৭৩৪	৮৬০২৯২৪	৮১৫৪৪৫২	৫৯৩৮৫৮	৩২৭৪৪৩০	৯৭৭৭৭৫৩	৮৭৭৩৩৫৭	৩৮০২৮৬৩
উন্নয়ন	১৭৮৬০৮৭৪	১১৫২৭৯৩০	১৩৯২০০	৩৬৩৩০০	২৬৫০০০	১২৫০৬২৫০	৭৭০০০	১৩৯২০০	২৪৪১০০	২১৭৪০০	১৩৩৬৮৯৪২	১১৩৩৯	১২৩৫৩১	২১৯৭৯৩	১৯৮৫৬০
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	১৮১৮১৩৬৩	৩০৫০৪৫৮১	৪২১৪০৯৭	৯৭১৫৯৮৫	৭৭৩৪৯৪৫	১২৮২৭৬৫০	৩৩৭২০৬৯	৬৬৭৫৯৩৪	৮৮৪৭০২৪	৮৩৭১৮৫২	১৩৯৬২৮০০	৩২৮৫৭৬৯	৯৯০১২৮৪	৮৯৯৩১৫০	৪০০১৪২৩
খ) আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা (এএফএমএ)	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৩০০	৪৬১	৩০০	৩০০	৩০০	০	৪৬১	২৩২	২৪৯	২৭১
মোট সচিবালয়	১৮১৮১৬৬৩	৩০৫০৪৮৮১	৪২১৪৩৯৭	৯৭১৬২৮৫	৭৭৩৫২৪৫	১২৮২৭৯৫০	৩৩৭২৫৩০	৬৬৭৬২৩৪	৮৮৪৭৩২৪	৮৩৭২১৫২	১৩৯৬২৮০০	৩২৮৬২৩০	৯৯০১৫১৬	৮৯৯৩৩৯৯	৪০০১৬৯৪
গ) খাদ্য অধিদপ্তর															
প্রতিষ্ঠানিক খাতের জন্য বরাদ্দ	১৩৪৯৫৩৫	১৬৯৫২৫৩	১৯৭৭২২২	১৯৮৫৫১৪	২১৫১০৪৭	১৩৭২৬২৩	১৭৩৪৫৫৯	১৯০৭৯৮২	১৯৫৪৮৪৫	২১১২৯৯৮	১২২৩৬৯৩	১৪৮৫২৪৯	১৮০৩৬১৪	১৯০৮১৭৬	১৯৯৪১১১
খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরন	৯৬৪৯০০০০	৬৯০২৫২০০	৭০৯০২৯৬০	৯২৭১৯২০০	৮৮৫০১০০০	৬৪৭৯৫৯৯৮	৬১৮০৮৪০২	৮৪৪৩০৫৬৪	৮৩৯৮২৩৮০	৭৯২৭৩৮০০	৬০৭৯৪৭৩০	৩৫০৬১৯২১	৮৪২৭৫৭৬৭	৭৮২৮২৫৮০	৫৯৫৭২৬৯৬
মোট অনুন্নয়ন	৯৭৮৩৯৫৩৫	৭০৭২০৪৫৩	৭২৮৮০১৮২	৯৪৭০৪৭১৪	৯০৬৫২০৪৭	৬৬১৬৮৬২১	৬৩৫৪২৯৬১	৮৬৩৩৮৫৪৬	৮৫৯৩৭২২৫	৮১৩৮৬৭৯৮	৬২০১৮৪২৩	৩৬৫৪৭১৭০	৮৬০৭৯৩৮১	৮০১৯০৭৫৬	৬১৫৬৬৮০৭
উনন্নয়ন	৭৮৬৫০০	১৪৯১০০	২৪৫৩৩০০	৩৮৮৭১০০	৩০৭৬১০০	৫২১৬০০	২৭৩৩০০	২৩০৩২০০	২২৯০০০০	৪৮৫৫৪০০	৬৯৫৩৭৯	২৪৬৯০৩	২০৪৩১৬৯	২২৩৪৪৩০	৪১৩৮১২৩
মোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	৯৮৬২৬০৩৫	৭০৮৬৯৫৫৩	৭৫৩৩৩৪৮২	৯৮৫৯১৮১৪	৯৩৭২৮১৪৭	৬৬৬৯০২২১	৬৩৮১৬২৬১	৮৮৬৪১৭৪৬	৮৮২২৭২২৫	৮৬২৪২১৯৮	৬২৭১৩৮০২	৩৬৭৯৪০৭৩	৮৮১২২৫৫০	৮২৪২৫১৮৬	৬৫৭০৪৯৩০
মোট খাদ্য মন্ত্রণালয়	১১৬৮০৭৬৯৮	১০১৩৭৪৪৩৪	৭৯৫৪৭৮৭৯	১০৮৩০৮০৯৯	১০১৪৬৩৩৯২	৭৯৫১৮১৭১	৬৭১৮৮৭৯১	৯৫৩১৭৯৮০	৯৭০৭৪৫৪৯	৯৪৬১৪৩৫০	৭৬৬৭৬৬০২	৪০০৮০৩০৩	৯৮০২৪০৬৬	৯১৪১৮৫৮৫	৬৯৭০৬৬২৪

৮.২ নিরীৰা

খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের সকল জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লৰ্যে মন্ত্রণালয়ের অধীন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করে থাকে। সরকারের বিপুল অর্থযজ্ঞে পরিচালিত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, নিয়মনীতি, বিধি-বিধান, ফলাফল নিশ্চয়তা নিরূপনের নিমিত্ত উলিৱখিত ৰেত্রে মানদন্ড হিসাবে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃ নিরীৰা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। খাদ্য অধিদপ্তরের একজন অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে অভ্যন্তরীণ নিরীৰা এবং বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীৰকের অধীনস্থ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক নিরীৰা কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৮.৩ অভ্যন্তরীণ নিরীৰা

৮.৩.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ে অভ্যন্তরীণ কোন নিরীৰা ব্যবস্থা নেই। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন সচিবালয় অংশের কার্যক্রম শুধুমাত্র বহিঃ নিরীৰার আওতায় সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৮.৩.২ খাদ্য অধিদপ্তর

মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে একজন অতিরিক্ত পরিচালকের মাধ্যমে ১৯৮৪ সাল হতে অভ্যন্তরীণ নিরীৰা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি আইনকানুন, নীতিমালা, বিধি-বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, হিসাব রৰণ পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই, পদ্ধতিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি, নিয়মিতভাবে উদঘাটন ও সংশোধন, সরকারি ব্যয়, মিতব্যয়িতা, যথাযোগ্যতা ও ফলপ্রসুতা সহকারে নির্বাহ করার লৰ্যে সরকারি অর্থ ও খাদ্যশস্য/ খাদ্য সামগ্রির লেনদেনের উপর সংরৰিত হিসাবের খতিয়ান সমূহের যথার্থতা যাচাই এবং ৰয়ৰতির তথ্য উদঘাটন করাই অভ্যন্তরীণ নিরীৰা বিভাগের প্রধান কাজ। অভ্যন্তরীণ নিরীৰা বিভাগের কাজ তিনভাগে পরিচালিত হয়। যথা: ধারাভিত্তিক নিরীৰা, বাৎসরিক নিরীৰা এবং বিশেষ নিরীৰা। ২০০৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) বছরের অভ্যন্তরীণ নিরীৰা বিভাগ কর্তৃক ৫১৩৮ টি আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। যার সাথে জড়িত টাকার পরিমান ১৯.৬৭ কোটি টাকা। একই সময়ে ৭৪.৫২ কোটি জড়িত টাকার বিপরীতে ১২১৬২ টি আপত্তি নিস্পত্তি করা হয়েছে। ধারাবাহিক নিরীৰা, বাৎসরিক নিরীৰা এবং বিশেষ নিরীৰা। ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত ৫টি অর্থ বছরের অর্থবছর ভিত্তিক উত্থাপিত ও নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির তথ্য সারণী-১৫ এ দেখানো হলো।

সারণী-১৫ঃ ২০০৯-২০১৩ সালের অভ্যন্তরীণ নিরীৰা কার্যক্রমের অর্থবছর ভিত্তিক সার-সংৰেপ।

অর্থবছর	পূর্ববর্তী বছরের (প্রারম্ভিক স্থিতি)		নিরীৰার তথ্য				সমাপনি জের (সমাপনি স্থিতি)	
	অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	উত্থাপিত আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	আপত্তি নিস্পত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
২০০৮-০৯	২০৬২৫	৮০৬.৬৪	৩১৯	০.৯৫	২৯৫৬	৬.২২	১৭৯৮৮	৮০১.৩৭
২০০৯-১০	১৭৯৮৮	৮০১.৩৭	৮৯৪	৩.১৮	২০৩১	২৫.৫৩	১৬৮৫১	৭৭৯.০২
২০১০-১১	১৬৮৫১	৭৭৯.০২	১৩৭৯	২.৯৮	১৯৯৬	২১.৬৮	১৬২৩৪	৭৬০.৩২
২০১১-১২	১৬২৩৪	৭৬০.৩২	১০২২	১.৪৫	২০৫৫	৬.২৬	১৫২০১	৭৫৫.৫১
২০১২-১৩	১৫২০১	৭৫৫.৫১	১৫২৪	১১.১১	৩১২৪	১৪.৮৩	১৩৬০৩	৭৫১.৭৯

৮.৪ বহিঃ নিরীৰা

৮.৪.১ খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বহিঃ নিরীৰার কার্যক্রম প্রধানত: স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পন্ন হয়। মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখার উপর এ নিরীৰা করা হয়।

৮.৪.২ খাদ্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীৰক ও নিয়ন্ত্রকের অধীন বিভিন্ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীৰা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। খাদ্য অধিদপ্তরের নিরীৰার মূখ্য দায়িত্ব পালন করে থাকে বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর। বাণিজ্যিক অডিট ছাড়াও খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমের উপর সীমিত পরিসরে সিভিল অডিট ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অডিট হয়ে থাকে। খাদ্য অধিদপ্তরের বাণিজ্যিক নিরীৰার বিগত ০৫ (পাঁচ) বছর অর্থাৎ ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রমের তথ্যাদি সারণী-১৬ এ দেখানো হলঃ

সারণী-১৬ঃ **২০০৮-২০১৩ অর্থবছরের বাণিজ্যিক নিরীৰা কার্যক্রম**

অর্থবছর	অনিস্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত অর্থ (কোটি টাকা)	উত্থাপিত আপত্তি	জড়িত অর্থ (কোটি টাকা)	নিস্পত্তিকৃত আপত্তি	জড়িত অর্থ (কোটি টাকা)	অনিস্পন্ন আপত্তি	জড়িত অর্থ (কোটি টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২০০৮-০৯	২৭৩৮৪	১৮২৯.৩২	১৭৪৪	৯৬১.২০	২৫০৯	১৫১.০৬	২৬৬১৯	২৬৩৯.৪৬
২০০৯-১০	২৬৬১৯	২৬৩৯.৪৬	৬২৬	১৫৬.১১	১৯০৫	৩১৩.৭৬	২৬৩৪০	২৪৮১.৮১
২০১০-১১	২৫৩৪০	২৪৮১.৮১	৯৮৫	৭১.২৭	১১৮৪	৫৬.৪৫	২৫১৪১	২৪৯৬.৬৩
২০১১-১২	২৫১৪১	২৪৯৬.৬৩	১২২০	২০৭.৫২	২৪৩৫	১২৫.১২	২৩৯২৬	২৫৭৯.০৩
২০১২-১৩	২৩৯২৬	২৫৭৯.০৩	৮২৪	৫৯.৬৭	১৮৯৪	১০০.৮৫	২২৮৫৬	২৫৩৭.৮৫

৮.৪.৩ অডিট আপত্তি নিস্পত্তি ও অডিট ব্যবস্থাপনা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও অডিট অনুবিভাগ অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লৰ্যে নিরলস প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম অব্যাহত রেখেছে। গুরৰতর আর্থিক অনিয়ম সংশিৰ্ষ্ট অগ্রিম ও খসড়া শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিস্পত্তির পাশাপাশি ত্রি-পৰীয় কমিটির মাধ্যমে নিস্পত্তি ত্বরান্বিত করার জোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে অগ্রিম শ্রেণীভূক্ত আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির লৰ্যে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ে দুইজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে ও দুইজন উপ-সচিবের নেতৃত্বে ৪টি কমিটি কাজ করছে। অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি পৃথকীকরণের ফলে এ অনুবিভাগের জন্য প্রযোজ্য বাণিজ্যিক অডিট আপত্তির সংখ্যা একুশ হাজারে নেমে এসেছে। বর্তমানে প্রায় তেইশ হাজার আপত্তির ভেতরে সাধারণ, অগ্রিম, খসড়া ও সংকলনভূক্ত আপত্তিসমূহ দ্রৰত নিস্পত্তির লৰ্যে বিভিন্ন ক্র্যাশ প্রোগ্রাম, দ্বিপৰীয়/ত্রি-পৰীয় এবং পিএ কমিটির সভায় কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ২০০৮-২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন প্রকার অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লৰ্যে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় উপস্থাপিত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির লৰ্যে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে আলোচনার মাধ্যমে আপত্তি নিস্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে ১০৬টি দ্বিপৰীয় সভার মাধ্যমে ৫৪৭৬টি সাধারণ, ৮৮টি ত্রিপৰীয় সভার মাধ্যমে ১৪৮৮ টি অগ্রিম এবং ১২টি ত্রিপৰীয় সভার মাধ্যমে ২২৬ টি খসড়া আপত্তি নিস্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশকৃত অডিট আপত্তিসমূহ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিস্পত্তি আদেশ জারি করা হয়েছে। অনুষ্ঠিত সভা, আলোচিত অডিট অনুচ্ছেদ সংখ্যা ও আপত্তি নিস্পত্তির সুপারিশ সংখ্যা নিম্নে অর্থবছর ভিত্তিক সারণী-১৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণী-১৭ঃ ২০০৯-১৩ সালের অডিট সভা, আলোচিত ও সুপারিশকৃত অডিট আপত্তি সংখ্যা

অর্থবছর	অডিট সভার ধরণ	সভার সংখ্যা	আলোচিত অনুচ্ছেদ	নিস্পত্তির সুপারিশ
১	২	৩	৪	৫
২০০৮-০৯	সাধারণ	২০	১৩৫৭	১১১৯
	অগ্রিম	১৮	৪৪৯	২৬৯
	খসড়া	০	০	০
২০০৯-১০	সাধারণ	২৭	২৩০৪	১৬৪২
	অগ্রিম	৩০	৮৭১	৪৫৩
	খসড়া	০	০	০
২০১০-১১	সাধারণ	৩	২৫৫	১৭৮
	অগ্রিম	১০	৩৮৫	২১৩
	খসড়া	২	১৪১	৭৩
২০১১-১২	সাধারণ	৩৪	১৯৭১	১৫৬৯
	অগ্রিম	৮	৩৯৭	২৮৭
	খসড়া	৩	২৫১	১০৯
২০১২-১৩	সাধারণ	২২	১১৮৪	৯৬৮
	অগ্রিম	২২	৫৭৮	২৬৬
	খসড়া	৭	১২৩	৪৪

৮.৫ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (পিএসি)'র কার্যক্রম

সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তি নিস্পত্তির জন্য মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্যগণের সমন্বয়ে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। এ কমিটির মাধ্যমে সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অডিট আপত্তি সমূহ নিস্পত্তি করা হয়। সংকলনভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির লৰ্যে নবম জাতীয় সংসদে গঠিত সরকারি হিসাব সিস্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভার মাধ্যমে নিস্পত্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ও নিস্পত্তির সুপারিশ দেখানো হলোঃ

সারণী-১৮ঃ সংকলনভুক্ত অডিট আপত্তি

অর্থবছর	প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদ সংখ্যা	নতুন সংযোজিত আপত্তি	নিস্পত্তির সংখ্যা	সমাপ্তি সংখ্যা	পিএ কমিটির সভা অনুষ্ঠান
১	২	৩	৪	৫	৬
২০০৮-০৯	৬৮৩	৩	০	৬৮৬	০
২০০৯-১০	৬৮৬	২০	৬	৬৮০	৫
২০১০-১১	৮২৩	১৫২	৬৪	৭৬৮	১০
২০১১-১২	৭৬৮	০	১১৭	৬৫১	৪
২০১২-১৩	৬৫১	০	৭৫	৫৭৬	৩

৯.০ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কার্যক্রম

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) - জাতীয় খাদ্য নীতির ভিত্তিতে সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা পরিস্থিতি মনিটরিং এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। খাদ্য নিরাপত্তা তথা দারিদ্র বিমোচন, খাদ্য ও পুষ্টি অবস্হার উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে বর্তমান সরকারের নীতি লৰ্য অর্জনে এফপিএমইউ নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ/বাস্তবায়ন করেছেঃ

৯.১ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (Institution Development)

খাদ্য নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা (২০০৯-১৫)

সরকার ২০০৬ সালে জাতীয় খাদ্য নীতি প্রণয়ন করেছে। উক্ত নীতি বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। কর্ম পরিকল্পনায় ২৬টি ৰেত্র চিহ্নিত করে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক তা বাস্তবায়নের উপর জোর প্রদান করা হয়েছে। খাদ্য নীতি ও তার কর্ম পরিকল্পনা এবং Country Investment Plan (CIP) যুগপৎভাবে প্রতি বছর পরিবীৰণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (সিআইপি) ২০১১-১৬

খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহতকরণে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীৰণ ২০১১-১৬ সময়ের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সংশিৰ্ষ্ট ১৩টি মন্ত্রণালয়ের আওতায় গৃহীত ৪ শতাধিক বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকার সার্বিকভাবে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে ৮০,০০০ কোটি টাকার পাঁচশালা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এফপিএমইউ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর একটি পরিবীৰণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এই বিনিয়োগ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীৰণ করা হয়।

খাদ্য নিরাপত্তার সমন্বয়করণ(co-ordination) এবং খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি)

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে সমন্বয়ের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ে উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটি রয়েছে। এফপিএমইউ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে আন্তঃমন্ত্রণালয় থিমেটিক টিম, খাদ্য সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় খাদ্য নীতি ওয়ার্কিং গ্রুপ, মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে খাদ্য নীতি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং মাননীয় খাদ্য মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৬ জন মন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সংশিৰ্ষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবগণকে নিয়ে গঠিত খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফপিএমসি) নিয়মিত সভায় মিলিত হয়ে দেশের সার্বিক খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করাসহ আমন, বোরো ও গম ফসলের সংগ্রহ মূল্য, সংগ্রহ লৰ্যমাত্রা ও সময়সীমা নির্ধারণ করে থাকে।

৯.২ সুসংহত নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Informed Policy decision)

সরকার কর্তৃক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে এফপিএমইউ বিভিন্নভাবে তথ্য ও উপাত্তভিত্তিক বিশেৰ্ষণমূলক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

৯.২.১ রিপোর্ট ঃ এফপিএমইউ নিয়মিত নিম্নোক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করছে। যেমনঃ

১। দৈনিক খাদ্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন

২। পাৰিক খাদ্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন (ইংরেজি)

৩। ত্রৈমাসিক খাদ্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন (ইংরেজি)

৪। NFP-PoA and CIP Monitoring Report মনিটরিং রিপোর্ট (NFP-PoA এর মনিটরিং রিপোর্ট ২০১০ এবং NFP-PoA and CIP Monitoring Report 2011, 2012, 2013 প্রণীত/প্রকাশিত হয়েছে এবং Report 2014 প্রণয়নাধীন)।

৯.২.২ তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর Database

এফপিএমইউতে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য সম্বৃদ্ধ Electronic data base, Virtual Library & Documentation Centre স্হাপন হয়েছে।

৯.৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লৰ্যে বাস্তবায়নে সহায়ক কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এফপিএমইউতে

ক) খাদ্য নিরাপত্তার তথ্য সম্মৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে।

খ) উচ্চ গতির ইন্টারনেট ব্যবস্হা স্হাপিত হয়েছে।

গ) খাদ্য নিরাপত্তা সংশিৰ্ষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ইন্টারনেটভিত্তিক তথ্য আদান প্রদানের লৰ্যে Work Station স্হাপনের কাজ পরীৰাধীন রয়েছে।

৮.৪ মানব সম্পদ উন্নয়ন

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতি বিশেৰ্ষণে সৰমতা সৃষ্টির লৰ্যে National Food Policy Capacity Strengthening Programme (NFPCSP) এর আওতায় বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় ও বৈদেশিক (স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী) প্রশিৰণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯.৫ গবেষণা কার্যক্রম

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রমে সুশীল সমাজ, একাডেমিয়া, গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার লৰ্যে National Food Policy Capacity Strengthening Programme (NFPCSP) এর আওতায় গবেষণা কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। NFPCSP প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে মোট ৪৪ টি এবং ২য় পর্যায়ে ১৬ টিসহ মোট ৬০টি গবেষণা কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে।

১০.০ প্রকাশনা

১০.১ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট

খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিট (এফপিএমইউ) কর্তৃক নিয়মিতভাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যশস্যের (চাল ও গম) উৎপাদন, সরবরাহ, চাহিদা, মজুদ তথা সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, খাদ্য নিরাপত্তা ও খাদ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়দির তথ্যাদি ও বিশেৰ্ষণমূলক দৈনিক, পাৰ্ষিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এসব প্রতিবেদনে দৈনিক খাদ্যশস্য পরিস্থিতি, সরকারী অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ পরিস্থিতি এবং সরকারী বিতরণ এর পূর্ণাঙ্গ চিত্র থাকে। Fortnightly Foodgrain Outlook- এ মূলতঃ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাল ও গমের মূল্যের পাৰ্ষিক পরিবর্তন, Trade prospect, খাদ্য পরিস্থিতির হাল-নাগাদ তথ্য উপাত্ত প্রকাশ করা হয়েছে। Bangladesh Food Situation Report এ বাংলাদেশের খাদ্য পরিস্থিতির বিবরণসহ আন্তর্জাতিক খাদ্য পরিস্থিতির বিশেৰ্ষণ ও পূর্বাভাস প্রদান করা হয়েছে। NFP-PoA ও CIP পরিবীৰ্ষণ প্রতিবেদনে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রিক অগ্রগতির চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

১০.২ খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা যথানিয়মে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লৰ্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ, বিশেৰ্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহ খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং বিভাগ কর্তৃক প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বিগত ৫ বছরে এ বিভাগ মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তর হতে খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য সংক্রান্ত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বাৎসরিক তথ্য সংগ্রহ করে তা বিশেৰ্ষণ করার পর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনে প্রকাশ করেছে এবং উক্ত তথ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে সরকারিভাবে মজুদ খাদ্যশস্যের পরিমান, সংগ্রহ, বাজারদর, সরকারি ও বেসরকারি আমদানিসহ সমুদ্র ও স্থল বন্দরের আমদানিকৃত খাদ্যশস্যের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে তুলে ধরা হয়। মাঠ পর্যায় হতে সপ্তাহান্তে প্রাপ্ত লিখিত সাপ্তাহিক প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সরকারিভাবে খাদ্যশস্যের (ধান, চাল, গম) এর হিসাব সমন্বয় করেছে। এছাড়াও, খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটসহ অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে তথ্য আদান প্রদান করে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রস্তুত, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য এ সকল প্রতিবেদন সংরৰণ করা হয়েছে।

১০.৩ খাদ্য ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ব্রিটিশ ভারতের অবিভক্ত বাংলায় বেঙ্গল সিভিল সাপৰাইজ নামে আজকের খাদ্য বিভাগের সৃষ্টি। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় খাদ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন নামে খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে ধারণ ও লালন করেছে। নানা পরিস্থিতিতে খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত ও গতিশীল রাখা এবং অধিকতর জনকল্যাণমুখী করার জন্য বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, সার্কুলার, আদেশ, নির্দেশ জারী করা হলেও এ সকল ডকুমেন্টকে কখনও একত্রিত করে প্রকাশ করা হয়নি। ২০১২ সালে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে খাদ্য অধিদপ্তর ১৯৪৩ সাল হতে ২০১২ সাল পর্যন্ত জারিকৃত সকল আইন, আদেশ, সার্কুলার, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি একত্রিত করে "খাদ্য ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল" নামে একটি সংকলন প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়নের জন্য এ সংকলনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

১০.৪ সমন্বয় ও সংসদ

১০.৪.১ সমন্বয়

মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুচারৰভাবে সম্পন্ন করার জন্য সরকারের প্রশাসন যন্ত্র, নীতি নির্ধারণী পর্যায় এবং আইন প্রণয়ন কর্তৃপৰের সাথে যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন অত্যন্ত গুরৰত্বপূর্ণ। খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্হায়ী কমিটি, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়সহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী নিয়মিত ও বিশেষ তথ্যাদি প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও তদানুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উইং, অধিশাখা ও শাখাসমূহের মধ্যেও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের উইং, অধিশাখা, শাখাসমূহ এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লৰ্যে সমন্বয় অধিশাখা সার্বৰণিক তৎপর থেকে প্রতিমাসে মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। সভাসমূহ আয়োজনের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে মতবিনিময় করা সম্ভব হয়েছে। খোলামেলা ও বিস্তারিত আলোচনা শেষে আলোচনার সারবস্তু সচিব মহোদয়ের সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরবর্তী মাসে এ সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অনুসরণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন সম্ভব হয়েছে।

১০.৪.২ জাতীয় সংসদ

২০০৯-২০১৩ সময়ে ৯ম জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক সংসদ নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও খাদ্য মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য খাদ্য ব্যবস্হাপনা সম্পর্কে উত্থাপিত সকল প্রশ্নের তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক উত্তর প্রস্তুত করে মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ও সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, সংসদ বিষয়ে সকল ৰেত্রে মাননীয় মন্ত্রীকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা হয়েছে।

১০.৪.৩ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্হায়ী কমিটি দেশের খাদ্য ব্যবস্থাপনাসহ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লৰ্যে গুরৰত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্য বিষয়ক আইন প্রণয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যশস্যের মজুদ বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অধিক খাদ্যশস্য সংগ্রহে উৎসাহ প্রদান করার জন্য এ কমিটি খাদ্য ব্যবস্হাপনা উন্নয়নে নানামুখী পরামর্শ প্রদান করে থাকে। ২০০৯-২০১৩ মেয়াদের জন্য নির্ধারিত জাতীয় সংসদ কর্তৃক খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠনের পর কমিটি প্রতিমাসে ১টি সভা অনুষ্ঠিত করেছিল। সংসদীয় স্হায়ী কমিটির নীতি নির্ধারণী সভায় খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য অধিদপ্তরের সংশিৰষ্ট সকল কর্মকর্তাসহ মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সভাসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী কার্যপত্র প্রস্তুত এবং বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণসহ যাবতীয় কার্যক্রমে সংসদীয় কমিটিকে সর্বাত্বক সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে। ফলশ্রৰতিতে, মন্ত্রণালয় এবং কমিটির মধ্যে কোন মতপার্থক্য বা মতবিরোধ সৃষ্টি হয়নি। কাঙ্খিত সহযোগিতা পাওয়ায় সংসদীয় স্হায়ী কমিটির সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা সৃষ্টিতে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করেছে এবং কমিটি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সভায় প্রদত্ত দিক্-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের উত্তরাঞ্চলকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে ফ্লাট গুদাম ও সাইলো নির্মাণের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১০.৪.৫ অন্যান্য

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ০৯.০৭.২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্হাপনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সাথে মত বিনিময় সভা করেন। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে এ সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুদামের ধারণ ৰমতা বৃদ্ধির লৰ্যে কর্মসূচি গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের উত্তরাঞ্চলকে অগ্রাধিকার বিবেচনা করে ফ্লাট গুদাম ও সাইলো নির্মাণের গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং উক্ত কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য প্রতিবেদন আকারে নিয়মিত প্রেরণ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়ন অগ্রগতি যেমনঃ মাসিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, বার্ষিক কর্মকান্ডের প্রতিবেদন, জেলা প্রশাসক সম্মেলনের প্রতিবেদন এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবেদন যথাসময়ে সংশিৰষ্ট শাখা/ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য কমিশন ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে সরকারের সাফল্যের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বহুল প্রচারের ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০.৫ নতুন আইন ও নীতি প্রণয়ন

১০.৫.১ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩

দেশে নিরাপদ খাদ্য উন্নয়ন সমন্বয়ের দায়িত্ব স্থানীয় সরকার, পলৰী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধিন ন্যস্ত ছিল। সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয় বিদ্যমান আইন ও প্রতিবেশি/উন্নত দেশের এ সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা পূর্বক সংশিৰষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণের সাথে আলোচনা পূর্বক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ, বিপণন ও বিক্রয় সংশিৰষ্ট কার্যক্রম সমন্বয়ের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ এবং তদলৰে একটি দৰ ও কার্যকর কর্তৃপৰ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' প্রণয়ন করেছে যা জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। উক্ত আইনের অধীনে ‘‘বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপৰ” প্রতিষ্ঠা এবং ‘‘বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা” প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

১০.৫.২ চলাচল ম্যানুয়াল

খাদ্যশস্য পরিবহণের ৰেত্রে চলাচল Route প্রণয়ন, স্বল্প দৈর্ঘের Route নির্ধারণ, পরিবহণ ঘাটতি হ্রাসের লৰ্যে একটি চলাচল ম্যানুয়েল প্রণয়ন অতীব জরৰরী হয়ে পড়ে। এ লৰে ১.৫০ কোটি টাকা ব্যয় সাপেৰে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লৰে EOI প্রাপ্তির জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদানসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করা যায়, প্রত্যাশিত ম্যানুয়াল প্রণীত হলে স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে, নিম্নতম পরিবহন ঘাটতির মাধ্যমে খাদ্যশস্য দ্রবত পরিবহন করা সম্ভব হবে।

১০.৬ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে খাদ্য মন্ত্রণালয়

১০.৬.১ ৩৮তম এফএও কনফারেন্সে যোগদান এবং ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করার জন্য এফএও এর পুরস্কার গ্রহণ

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূর করার ক্ষেত্রে উলেৰখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বাংলাদেশকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত (Recognized notable and outstanding progress in fighting hunger) করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষের প্রথম বিষয় (Agenda) ছিল ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনা। এ ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সাফল্য অর্জন করেছে এবং এজন্য বাংলাদেশকে ডিপেৰামা অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয়। বাংলাদেশসহ ২০টি দেশ এই ডিপেৰামা অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। রোমে অবস্থিত এফএও’র সদর দপ্তরে সংস্থাটির ৩৮তম কনফারেন্সে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১১.০ উপসংহার

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্য চাহিদা সমান্তরালভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০০৭-২০১০ সাল ব্যাপী বিশ্ববাজারে খাদ্য প্রাপ্যতা ও মূল্য অস্থিতিশীলতার ছোয়া বাংলাদেশকেও নাড়া দেয়। বিগত সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের বাজারে খাদ্যশস্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে এবং বাজার মূল্যও স্থিতিশীল রাখতে সৰম হয়েছে।

সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় ২০০৯ সালে সরকার ওএমএস কার্যক্রমের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করেছে। গম ভাঙিয়ে ওএমএস খাতে আটা বিক্রয়ের একটি নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে আটার বাজার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং প্রাপ্তি ও সরবরাহ সহজলভ্য হয়েছে। কর্মসূচি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। দেশব্যাপী স্বল্প ও নিম্ন আয়ের জনগণ, ৪র্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারি এবং গ্রাম পুলিশ সদস্যগণের প্রায় ৮১ লৰ পরিবারকে চিহ্নিত করে এ সকল পরিবারকে সুলভ মূল্য কার্ড সরবরাহপূর্বক স্বল্প মূল্যে মাসিক ভিত্তিতে খাদ্যশস্য সরবরাহের নতুন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ব্যাপকভাবে বিস্তৃত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখতে সৰম হয়েছে।

কৃষি বান্ধব সরকার কর্তৃক কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ২০০৯-১৩ সাল পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) বছরে ব্যাপক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করায় কৃষি উৎপাদন বিশেষ করে দানা শস্যের উৎপাদন উলেৰ্খযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। চাল উৎপাদনে দেশ আজ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কৃষকের পাশাপাশি দেশের আপামর জনগণ যেমন উপকৃত হয়েছে তেমনি এ সাফল্যের সুযোগে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ উৎস্য হতে খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে। ফলশ্রৰতিতে, ২০১২ সাল হতে সরকারকে বিদেশ থেকে কোন চাল আমদানি করতে হয়নি। সার্বৰণিক ১০ (দশ) লৰ মেঃ টনের অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুদ রাখার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা সুসংহত করা হয়েছে।

খাদ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি আরো কার্যকর, সমৃদ্ধ, জনমুখী ও যুগোপযোগী করার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয় আগামী দিনগুলোতে আরো সচেষ্ট হবে।